ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 October, 2023 ■ আগরতলা ১১ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২৩ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎসবে রেলের উপহার

আগরতলা-মুম্বাই রেল পরিষেবা ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। আগামী ১৫ অক্টোবর আগরতলা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এক্সপ্রেস রেল পরিষেবা চালু হতে যাচ্ছে। এছাড়াও ঐদিন আগরতলা থেকে সাবম পর্যন্ত নতুন ডেমো ট্রেন এবং আগরতলা রেলস্টেশনে নবনির্মিত এসকেলেটরের (ভ্রাম্যমান সিঁড়ি) উদ্বোধন হবে। এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে এই তিনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সাক্ষাৎকারের সময় রাজ্যের রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীবাস্তব মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, আগামী নভেম্বরের মধ্যে কা'নজঙ্গা এ'প্রেস ট্রেনটিকে সাবম পর্যন্ত সম্পসারণ করা হবে। বদরপুর থেকে সাবম পর্যন্ত রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ আগামী ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের উদয়পুর ও তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে বিদ্যুৎ সাবস্টেশন স্থাপন এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের কাজ দ্রত শেষ করার জন্য বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথকে পরামর্শ দেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার জানান, আগরতলা রেল স্টেশনটিকে আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এ'প্রেসটি সপ্তাহে একদিন চলে। এই ট্রেন চলাচল আরও বাড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন এনএফ রেলের জিএম

সাক্ষাৎকারকালে এছাড়াও আগরতলা-আখাউড়া রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রত শেষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রেলওয়ে কর্ত'পক্ষকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্য থেকে ১২টি এ'প্রেস ট্রেন এবং ৫টি লোকাল ট্রেন চলাচল করছে। আগরতলা-মুম্বাই লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এ'প্রেস চালু হলে এ'প্রেস ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১৩টি। লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে হবে ৭টি।
সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা ও অতিরিক্ত সচিব সুবত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীবাস্তব সচিবালয়ে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। দুর্গোৎসবের আগে ত্রিপুরার জনগণের বহু প্রতীক্ষিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। তবে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালংকার ও স্কুটি উদ্ধার করলো পুলিশ, সাথে আট ৫ দাগি চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রাজ্যে চুরি ডাকাতির ঘটনা মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এবারে চুরি কান্ড রুখতে স্পেশাল ড্রাইভ শুরু করেছে পুলিশ। আর স্পেশাল ডাইভে নেমে পুলিশ চুরি যাওয়া তিন লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার এবং একটি স্কুটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে চোর চক্রের ৫ সদস্যকে।
মঙ্গলবার পূর্ব আগরতলা থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানান, দুইটি চুরির মামলা দায়ের হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানায়। এই দুইটি মামলার মধ্যে একটি মামলায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হল নয়ন বর্মণ ও উদয় দত্ত। তারা রেন্টার্স কলোনি এলাকার বাসিন্দা। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া বেশকিছু স্বর্ণালঙ্কার। অপর মামলায় একটি স্কুটি সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল সাগর সরকার, রাহুল দাস ও বিশাল সাহা। জেলা পুলিশ সুপার জানান ধৃত নয়ন বর্মণ ও উদয় দত্ত চুরি করার পর স্বর্ণালঙ্কারগুলি লক্ষ্মীনারায়ন বাড়ি এলাকার এক জুয়েলারি দোকানে বিক্রয় করে দিয়েছিল।
সেখান থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি। তবে যারা এই ঘটনা সংগঠিত করেছে তারা শহরে আগামী দিন কুখ্যাত চোর হয়ে উঠতে পারে বলে পুলিশের ধারণা।

চাঁদার জুলুম থেকে রেহাই পেতে বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে পালালো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক জুলুমের গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে রাস্তায় যানবাহন আটক করে যানবাহনের চালকের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা দুর্গাপূজার চাঁদা হিসেবে আদায় করছে একাংশের পূজা উদ্যোক্তা ও ক্লাবের সদস্যরা। তাতে রীতিমতো অতিষ্ঠ যানবাহনের চালকরা।
উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পূজার চাঁদার জুলুম সীমা ছাড়িয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তুলছে দেখে, এক গাড়ির চালক চাঁদার জুলুম থেকে বাঁচতে গাড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটায়। রাস্তায় ষাট ঊর্ধ এক বৃদ্ধকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। এতে গুরুতর আহত হন নিবাস খন্দ নামে এক বৃদ্ধ। আহতের বাড়ি রাজনগর গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ধর্মনগর থানা এলাকার আনন্দবাজার অফিস টিলা এলাকায়।
এ নিয়ে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে নানা অঘটন ঘটে চলেছে। প্রশাসন পূজার চাঁদা আদায়ের জন্য বেশ কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিলেও একাংশ ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তারা তা মেনে চলছেনা। দুর্গাপূজার আর হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পূজার দিনক্ষণ যত এগোচ্ছে ততই ক্লাবগুলির একাংশের চাঁদা আদায়ে বল প্রয়োগের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ প্রশাসন কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে সাধারণ মানুষজনদের কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে। অবিলম্বে পূজার চাদার জোরজবরদস্তি বন্ধ না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহালয়ার আর মাত্র ৩ দিন বাকি। তাই মূর্তি পাড়ায় চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। ছবি- নিজস্ব।

রাস্তার দাবিতে রাস্তায় জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১০ অক্টোবর ।। সড়ক সংস্কারের দাবিতে ফের রাস্তায় নামলো জনতা। মহকুমার পুর্বদলুমা ও পশ্চিম দলুমার ভিলেজের আটটি গ্রামীন রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই খুবই বেহাল দশায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে অমরপুর- নুতনবাজার সড়ক অবরোধের জেরে চুড়ান্ত নাজেহালের শিকার হতে হয়েছে অসংখ্য যাত্রী সাধারন ও যানবাহন চালকদের।
অভিযোগ, দীর্ঘ দিন যাবৎ মহকুমার পুর্বদলুমা ও পশ্চিম দলুমার ভিলেজের আটটি গ্রামীন রাস্তা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা স্তব্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়।বহু কষ্টে বছরের পর বছর জীবন যাপন করতে হচ্ছে তাঁদের। আরও অভিযোগ, রাস্তা গুলির সংস্কারের দাবী নিয়ে অমরপুর পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার সহ প্রশাসনের কর্তাদের নিকট বার বার ধর্না দিলেও কোনও হেলদোল নেই। তাই অবশেষে গ্রামবাসীরা ওই আটটি রাস্তা সংস্কারের দাবীতে তিপ্রামথার বিজিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারাগারে মৃত্যু

ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দী আনুমানিক ৪৩ বছরের বাবুল দাসের মৃত্যর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। বিচারাধীন বন্দী বাবুল দাসের মৃত্যর ঘটনায় কারোর কাছে কোনও তথ্য থাকলে তা তিনি সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তার (পিপি) কাছে আগামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে পেতে স্ত্রীর ও পুত্রের করুণ আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। স্বামীর খোঁজে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ স্ত্রী। নিখোঁজ ব্যাক্তিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পরিবারের সদস্যরা। তবে তার কোনো হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবার।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৬ অক্টোবর সকাল আনুমানিক প্রায় ছয়টা নাগাদ গৌতম সাহা ওরফে রাজু বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। তারপর আর বাড়ি ফিরে নি। তাদের বাড়ি পুরাতন বাটকারা অফিস সংলগ্ন কৃষ্ণনগর এলাকায়। সকাল ছয়টা নাগাদ উনার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে স্বামীকে খুঁজে পাননি। তারপর আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে ফোন করেন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও নিখোঁজ ব্যাক্তির কোনো হদিস মেলেনি। তারপর পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান থানায়। যথারীতি নিখোঁজ ডায়েরি করার পর চার দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বামীকে খুঁজে বের করে দেওয়ার দাবি জানান অসহায় স্ত্রী। জানা যায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর ব্রেইন স্ট্রোক করায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ব্যবসায়ী গৌতম সাহাকে। পরীক্ষার পর মাথায় রক্তক্ষরণের বিষয়টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। সাত সকালে শীল পাড়া এলাকার রাবান বাগানে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে গিয়েছে মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনার বিরনে জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষনা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে

পাঠ্যক্রম বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সম্ভাব্য উপায়গুলির উপর গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বিশ্ববিদ্যালয় হল ভবিষ্যতের গবেষণাগার। গবেষণা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ভাবতে পারি না। তাই গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকা উচিত। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা বীরবিক্রম অডিটোরিয়ামে 'রূপান্তরমূলক ও স্থিতিশীল সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেল এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় 'ান সৃষ্টি ও বিস্তারের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের নাগরিকদের জীবন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দক্ষ নেত'ত্বে ভারত সফলভাবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে নেত'ত্ব দিয়েছে।
সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সম্ভাব্য উপায়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। স্থিতিশীল জীবনযাপনের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী ও সম্ভাব্য উপায়গুলি সম্পর্কে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তুলতে হবে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ তে ভারতীয় পরম্পরাগত 'ানের গুণাবলীর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থিতিশীল জীবনযাপনের মূল্যবোধের কথা আমাদের পরম্পরায় রয়েছে। আমাদের সুপ্রাচীন 'ান ভাণ্ডারে নিহিত জীবনের মূল্যবোধের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকার চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ভারত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১০ ▫ ১১ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ২৩ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পাশে থাকিবার বার্তা

ইজরায়েলে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের অতর্কিত হামলার পর উত্তেজনা বাড়িয়াছে মধ্যপ্রাচ্যে। সময় যত গড়াইতেছে দু'পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। এখনও পর্যন্ত দু'পক্ষের প্রায় ১,৬০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। পরিস্থিতি নিয়ে মোদিকে অবগত করেন তিনি। পালটা ইজরায়েলের পাশা থাকিবার বার্তা দিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখিয়াছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ফোন করিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আপডেট দিয়াছেন। এর জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। ভারতের মানুষ এই কঠিন সময়ে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াইয়াছে। ভারত দৃঢ়ভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে।শনিবার প্রথম হামাস ইজরায়েলে ৫০০০টি রকেট ছুড়ে। এছাড়া সীমান্ত পার হইয়া দেশটির বিভিন্ন শহরে ঢুকিয়া নির্বিচারে গুলি চালায়। বাড়িতে ঢুকিয়া সাধারণ মানুষকে অপহরণ করে। হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি অন্যান্য দেশের সমর্থন চান। ভারতের পাশাপাশি ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ অনেক দেশই ইজরায়েলকে সমর্থন জানাইয়াছে। এর আগে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সময় ভারত নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষে প্রথম থেকেই হামাসের হামলার সমালোচনা করিয়াছে ভারত সরকার। পাশে থাকিবার বার্তাও দিয়াছে ভারত।ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী ও ফিলিস্তিনি জঙ্গি সংগঠন হামাসের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপর থেকে গাজায় চলিয়াছে একের পর এক বিমান হামলা। দু'পক্ষের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এর মধ্যে ইজরায়েলে ৯০০ জনেরও বেশি এবং গাজায় প্রায় ৭০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিক রহিয়াছেন। সোমবার রাতে ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজার ২০০টিরও বেশি স্থানে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।শনিবার প্রথমে ফিলিস্তিনি জঙ্গি সংগঠন হামাস ইজরায়েলে ৫০০০টি রকেট ছুড়ে। এছাড়া দেশটির বিভিন্ন শহরে ঢুকিয়া নির্বিচারে গুলি চালায়। বাড়িতে ঢুকিয়া সাধারণ মানুষকে অপহরণও করে। হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি হামাসকে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করিয়া অন্যান্য দেশের সমর্থন চান। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ অনেক দেশই ইজরায়েলকে সমর্থন জানাইয়াছে। ভারতও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াইয়াছে। এদিকে, হামাসের হামলার পাল্টা হিসাবে গাজায় ইজরায়েলের বিমান হামলা জারি আছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট সোমবার গাজা উপত্যকায় 'সম্পূর্ণ অবরোধ' করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। দুই পক্ষের সংঘর্ষে ইজরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি মিলিয়া এখন পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ জন নিহত হইয়াছেন। আহত হইয়াছেন বহু মানুষ।

দক্ষিণবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত আকাশ থাকবে পরিস্কার, উত্তরে বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বস্তির আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।কিন্তু, বৃহস্পতিবার থেকে ফের একবার হাওয়া বদল হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।এমনটাই জানালো আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বুধবার পর্যন্ত মূলত আকাশ থাকবে পরিষ্কার। তাপমাত্রাও একই রকম থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় অস্বস্তি বাড়তে চলেছে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের একবার বঙ্গে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের জন্য অস্বস্তি বাড়বে। এদিকে, আগামী দুই দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি। আগামী তিন চার দিনে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্য এবং গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ ও রাজস্থানের অধিকাংশ এলাকা থেকে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের বাকি অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার পালা। এছাড়াও মহারাষ্ট্রের আরও কিছু অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়ে চলেছে আগামী দুই দিনের মধ্যে।

ক্যানিংয়ে মোটর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের

ক্যানিং, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের মাতলা সেতুর কাছেই বেপরোয়া গতিতে মোটর বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক বাইক আরোহীর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক আরোহী। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম শফিকুল ঢালী(১৮)। আহত যুবকের নাম সাহিল সেখ। তাঁরও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন রাত্রি বারোটা নাগাদ বাইকে করে তিন বন্ধু মাতলা সেতুতে ঘুরতে আসে। সেখানে বাইকের মালিক মিরাজ শেখের কাছ থেকে বাইকটা নিয়ে শফিকুল ও সাহিল সেতুর উপরে বাইক চালাতে যায়। প্রচন্ড গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁরা। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা শফিকুল ঢালীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সাহিল এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুজনের কারও মাথায় কোন হেলমেট ছিল না।

মঙ্গলবার শাহদোলের বেওহারিতে রাহুল গান্ধীর জনসভা

ভোপাল, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার বেওহারিতে মঙ্গলবার একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সঙ্গে থাকবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথও।

রাজ্য কংগ্রেস মিডিয়া বিভাগের সভাপতি কে.কে. মিশ্র জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ১১টায় কমলনাথ বিমানে সাতনা পৌঁছবেন। রাহুল গান্ধী সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে প্লেনে করে সাতনায় পৌঁছাবেন। রাহুল ও কমলনাথ দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে হেলিকপ্টারে বেওহারি পৌঁছবেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় এই জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। রাহুল গান্ধী এবং কমল নাথ দুপুর ১.৫০ মিনিটে হেলিকপ্টারে বেওহারি থেকে রওনা হবেন এবং দুপুর ২.১৫ মিনিটে সাতনায় পৌঁছাবেন। দুপুর ২টা ২০ মিনিটে সাতনা থেকে বিশেষ ফ্লাইটে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন রাহুল গান্ধী।

আলবার্ট আইনস্টাইন: সেরা বিজ্ঞানী

প্রদীপ দেব

পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ মানুষই যে বিজ্ঞানীর নাম নেন তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন। বিজ্ঞানের মানুষ তো বটেই, যে মানুষ বিজ্ঞানের ধারেকাছেও কোনো দিন থাকতে চান না, তিনিও আইনস্টাইনের নাম জানেন। আর জানবেন না-ইবা কেন? আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ এবং সাধারণ তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর সারা পৃথিবীর সংবাদমাধ্যমে আইনস্টাইনের নাম এত বেশি প্রচারিত হয়েছে যে তিনি সিনেমার সুপারস্টারদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

১৯৩১ সালে হলিউড সিনেমার সুপারস্টার চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা সিটি লাইটস-এর উদ্বোধনী শোতে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন। তখন দর্শকেরা চার্লি চ্যাপলিনকে দেখে যতটা আপ্লুত হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি আপ্লুত হয়েছিলেন আইনস্টাইনকে দেখে। আইনস্টাইন চার্লি চ্যাপলিনের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'আপনি এত বড় শিল্পী যে আপনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না, অথচ সারা পৃথিবীর মানুষ সবকিছু বুঝে যায়।'

উত্তরে চার্লি চ্যাপলিন বলেছিলেন, 'কিন্তু আপনার ক্ষমতা তো আমার চেয়েও বেশি। আপনার বিজ্ঞান কেউ বুঝতে পারে না, অথচ সারা পৃথিবীর মানুষ আপনাকে পছন্দ করে।'

ব্যাপারটা অনেকটাই সত্যি। আইনস্টাইনের সূত্রগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু ভীষণ দুর্বোধ্য। আইনস্টাইন একাই আমূল বদলে দিয়েছেন পৃথিবীর মূল বিজ্ঞানের ধারা। বিংশ শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। অথচ শৈশবে এই মানুষটি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মাথামোটা।

আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানিতে। দানিউব নদীর তীরে ছোট্ট ছিমছাম শহর উল্ম। রেলস্টেশন রোড—বানহফস্ট্রাসের ২০ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলার ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ শুক্রবার পলিন ও হেরমান আইনস্টাইনের প্রথম সন্তান আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। জন্মের সময় থেকেই আলবার্টের মাথাটা অস্বাভাবিক বড়। মাথার পেছন দিকে কেমন যেন উঁচু হয়ে আছে। আক্ষরিক অর্থে মাথামোটা ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে কি না, তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন তাঁর মা পলিন। মায়ের চিন্তা আরও বাড়ল যখন দেখলেন যে আইনস্টাইন আড়াই বছর বয়সেও কথা বলতে শিখলেন না।

আলবার্ট আইনস্টাইনের স্কুলজীবন শুরু হলো ১৮৮৫ সালের ১ অক্টোবর মিউনিখে বাড়ির কাছের ক্যাথলিক স্কুলে। ৭০ জনের ক্লাসে আইনস্টাইন ছিলেন একমাত্র ইহুদি। স্কুলে তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে প্রতিদিনই তাঁকে সহপাঠীদের কাছে অপমানিত হতে হতো। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সহপাঠীরা তাঁকে মারধরও করত। স্কুলে কোনো বন্ধু ছিল না তাঁর। শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেন না ঠিকমতো। স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি ভালো লাগে না আলবার্টের। কিন্তু বাড়িতে চাচা জ্যাকবের কাছে অঙ্ক কষতে দারুণ লাগে। চাচার কাছে বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়েছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই। ১৮৮৮ সালের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হলো লুটপোল্ড জিমনেসিয়ামের ক্লাস। এটি হাইস্কুলের সমতুল্য। এখানেও ভালো লাগেনি তাঁর। বিশেষ করে শিক্ষকেরা যখন মিলিটারি স্টাইলে পড়ানো শুরু করেন এবং যুক্তিহীন মুখস্থ করার ওপর গুরুত্ব দেন, ভালো লাগে না তাঁর। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের তাঁর মনে হয়েছিল ড্রিল সার্জেন্ট, এখন হাইস্কুলের শিক্ষকদের মনে হচ্ছে লেফটেন্যান্ট। স্কুলের পড়াশোনার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ সৃষ্টি না হলেও বাড়িতে লেখাপড়ার একটি নতুন পথ খুলে যায় আলবার্টের। মিউনিখ ইউনিভার্সিটির মেডিকেলের ছাত্র ২১ বছর বয়সী ম্যাক্স ট্যালমুডের সঙ্গে ১০ বছর বয়সী আলবার্ট আইনস্টাইনের জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগসূত্র তৈরি হয়। গরমের ছুটিতে ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি বই হাতে পেয়ে ভীষণ ভালো লেগে গেল আলবার্টের। জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর ভিন্ন রকম সমাধান করা যায় কি না, চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল অনেক সমস্যার সমাধান তিনি নিজে নিজে করে ফেলেছেন। পরবর্তী সময়ে আইনস্টাইন জ্যামিতির এই বইটার নাম দিয়েছিলেন 'পবিত্র জ্যামিতি বই'।

১৮৯৪ সালে আইনস্টাইনের বাবার ব্যবসা লাটে ওঠে। দেউলিয়া হয়ে তাঁকে মিউনিখের পাট গুটিয়ে চলে যেতে হয় ইতালির মিলানে। মা-বাবা আর বোন ইতালিতে চলে গেলেও আইনস্টাইনকে থেকে যেতে হয় মিউনিখের স্কুলে। কিন্তু সেখানে মোটেও ভালো লাগে না তাঁর। একদিন স্কুল থেকে পালিয়ে মিলানে চলে যান তিনি। তাঁর মা-বাবা খুব রেগে যান তাতে। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বানাতে। কিন্তু আলবার্টের ইচ্ছা দর্শনের শিক্ষক হওয়ার। মা-বাবা অনেক বুঝিয়ে জুরিখের সুইস পলিটেকনিক্যালে পড়ার ব্যাপারে রাজি করান তাঁকে। কিন্তু পলিটেকনিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় ১৮৯৫ সালে পাস করতে পারলেন না আইনস্টাইন। পরের বছর ১৮৯৬ সালে আবার পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে সুইস পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হলেন আলবার্ট। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শুরু এখানেই।

১৮৯৬ থেকে ১৯০০এই চার বছরের কোর্স পাস করে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন আইনস্টাইন। কিন্তু পলিটেকনিক্যালের অধ্যাপকদের পড়ানোর পদ্ধতি খুব একটা ভালো লাগেনি তাঁর। তিনি নিয়মিত ক্লাসেও যেতেন না। তবে সেখানে দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছেন আইনস্টাইনমার্সেল গ্রোসম্যান ও অ্যাঞ্জেলো বেসো। এই দুজনের সঙ্গে তাঁর সারা জীবন বন্ধুত্ব ছিল। গ্রোসম্যান প্রতিটি ক্লাসে যেতেন, আর আইনস্টাইন গ্রোসম্যানের ক্লাসনোট পড়ে পরীক্ষা দিতেন। পাস করার পর দীর্ঘদিন বেকার ছিলেন আইনস্টাইন। বিজ্ঞাপন দিয়ে টিউশনি জোগাড় করার চেষ্টাও করেছেন সেই সময়। আইনস্টাইনের বাবাও অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলের জন্য একটা চাকরি জোগাড় করার। অনেক অধ্যাপকের কাছে তিনি নিজে চিঠি লিখেছেন চাকরি ভিক্ষা করে। কিছুদিন অস্থায়ীভাবে একটি স্কুলেও শিক্ষকতা করেছিলেন আইনস্টাইন।

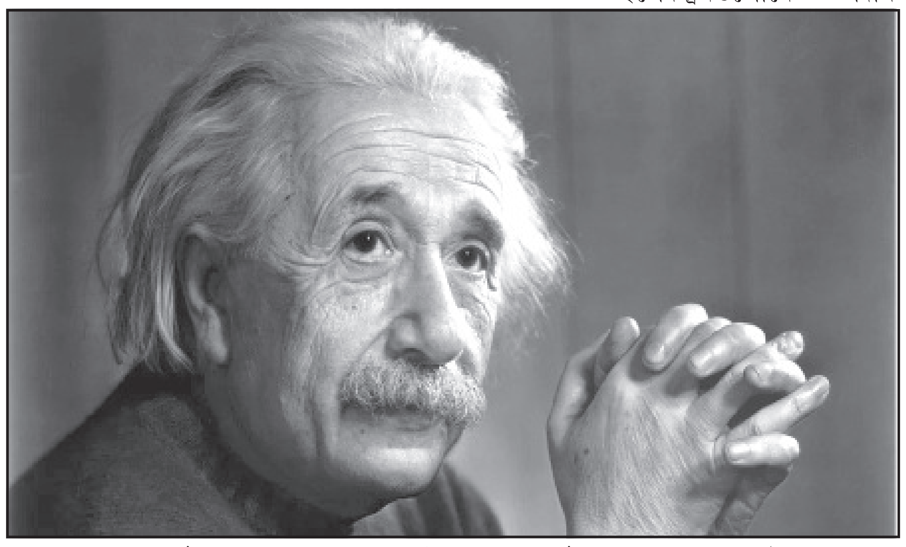

১৯০২ সালে বন্ধু মার্সেল গ্রোসম্যানের বাবার সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেণির টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে চাকরি পান আলবার্ট আইনস্টাইন। ১২ জনের দলে একজন নিম্নপদের কেরানি ছিলেন তিনি। অফিসের কাজ শেষ করার পরও হাতে সময় থাকত তাঁর। সেই সময়টাতে তিনি নিজস্ব গবেষণা করতেন। অফিসে একটু অবসর পেলেই তিনি কাগজ—কলম নিয়ে বসেন। অবশ্য সেখানে একেবারে ধ্যানমগ্ন হতে পারেন না। বসের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। ডিরেক্টর আসার আগেই নিজের গবেষণা লুকিয়ে ফেলতে হয়। অফিসে বসে নিজের গবেষণা করতে দেখলে বস নিশ্চয় খুশি হবেন না। তবে পেটেন্ট অফিসের কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন আইনস্টাইন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পেটেন্ট পরীক্ষা করতে করতে নানা রকম নতুন যন্ত্র দেখতে দেখতে বেশ অভিজ্ঞ পরীক্ষক হিসেবে নাম করেছেন তিনি। ১৯০৩ সালে তিনি বিয়ে করলেন তাঁর সহপাঠী বান্ধবী মিলেভা মেরিককে। ১৯০৪ সালে তাঁদের প্রথম পুত্র হ্যান্সের জন্ম হয়। অফিস থেকে ফিরে হ্যান্সকে কোলে নিয়ে বসেন আইনস্টাইন। বাচ্চাকে কোলে বসিয়ে কাগজ—পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করেন। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেন তিনি। অনেক সময় দেখা যায়, কোলের ওপর বাচ্চা কাঁদছে অথচ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন।

পরের বছর ১৯০৫ সাল ছিল আইনস্টাইনের জীবনের একটি বিস্ময়কর বছর। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় এ বছর তিনি যে অবদান রাখেন, তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন। এ বছর তিনি চারটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার জন্য পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শুধু তা—ই নয়, এ বছর সংবাদপত্রের জন্য ২৩টি সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন এবং এ বছর তিনি তাঁর পিএইচডির থিসিস লিখে জমা দেন। এর সবই তিনি করেছেন অফিসের কাজের পর তাঁর নিজস্ব সময়ে।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণাপত্রটি ছিল: On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of Light Annalen der Physik সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ১৩২-১৪৮। এ প্রবন্ধে আইনস্টাইন আলোর কণা ফোটনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। আলো তরঙ্গের আকারে যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে গুচ্ছ গুচ্ছ কণার শক্তির আকারে। এই ধারণা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। আলোর এ রকম গুচ্ছাকার শক্তিকে আলোর কোয়ান্টা বলা হয়। আলোর কোয়ান্টা বা ফোটনের ধারণার ওপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন দেখান যে কোনো বস্তুর ওপর আলো প্রতিফলিত হওয়ার পর সে বস্তু থেকে কিছু ইলেকট্রন নির্গত নয়। অবশ্য এ ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার জন্য কমপক্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। আলো যেহেতু বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ, বস্তুর ওপর আলোকপাতের ফলে বস্তু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার ঘটনাকে বলা যায় একধরনের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় বিকিরণ। এই বিশেষ ধরনের বিকিরণের নাম ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের শক্তির বিকিরণের সূত্র অনুযায়ী পদার্থের ভেতর ইলেকট্রনগুলোকে পদার্থ একধরনের আকর্ষণ বল দিয়ে ধরে রাখে। পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বের করতে আনতে হলে এই আকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখান যে এই শক্তির পরিমাণ আলোর কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়, শক্তি গু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক অ কম্পাঙ্ক। এই আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইনকে ১৯২১ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অবশ্য এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম মেকানিকসের অনেক উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে বোরের পরমাণু তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। যদিও কোয়ান্টাম মেকানিকস নিয়ে আইনস্টাইন ও বোরের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, আইনস্টাইন কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র মেনে নেননি। আইনস্টাইন বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বের সব ঘটনার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি থাকে। আর কোয়ান্টাম মেকানিকস অনুসারে, পৃথিবীর সব ঘটনাই সম্ভাবনার সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৫ সালের মার্চ মাসে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের পেপারটি পাঠানোর পরই পিএইচডির থিসিস নিয়ে আবার চিন্তা শুরু করেছেন আইনস্টাইন। আরেকটি থিসিস লিখতেই হবে তাঁকে। কিন্তু কোন বিষয়ে? এ নিয়ে দুবার থিসিস লিখেছেন তিনি। দুবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর সুপারভাইজার অধ্যাপক ক্লেইনার। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে কফি খাচ্ছেন আইনস্টাইন ও বেসো। কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বেসোর সঙ্গে কথা বলছেন আইনস্টাইন, 'কফিতে চিনি মেশানোর পর কফির ভিসকোসিটি (সান্দ্রতা) বদলে যাচ্ছে। আরও কিছু চিনি মেশালে আরও বদলে যাবে। তার মানে চিনির কণার আয়তনের সঙ্গে ভিসকোসিটির সম্পর্ক আছে। এখন যদি ভিসকোসিটি জানা থাকে, তাহলে আমরা চিনির অণুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব।' আণুবীক্ষণিক কণার আয়তন বের করার পদ্ধতি নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করলেন আইনস্টাইন। কয়েক দিন একটানা কাজ করে তিনি ডিফিউশন কনস্ট্যান্ট ও ভিসকোসিটির সম্পর্ক ব্যবহার করে কণার আয়তন নির্ণয়ের সমীকরণ বের করে ফেললেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আরেকটি থিসিস লিখে এপ্রিলের শুরুতে পাঠিয়ে দিলেন প্রফেসর ক্লেইনারের কাছে। আইনস্টাইন জানেন, ক্লেইনার অনেক সময় নিয়ে থিসিসটি পড়বেন। তারপর ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আইনস্টাইনকে অবাক করে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লেইনার তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। *ক্রমশঃ*

আদৌ বাস্তবে ছিলেন গোপাল ভাঁড় ? ইতিহাসের অন্ধগলিতে লুকিয়ে কোন সত্যি ?

বিশ্বদীপ দে।। তিনি আজও আছেন। সময়ের হিসেবে সবই তো হেজেমজে যায়। থেকে যায় কেবল লোকশ্রুতি। ইতিহাস কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধের কাহিনি, সাম্রাজ্যবাদের খতিয়ান নয়। লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকা আমাদের ফেলে আসা অতীত-মানুষের জীবনগাথাও। সেই সাব অল্টার্ন ইতিবৃত্তের এক অবিসংবাদী নায়ক গোপাল ভাঁড়। যুগ থেকে যুগ বদলেছে। কিন্তু নেহাতই সেকেলে হয়ে পড়া সময়ের এক প্রতিনিধি আজও প্রাসঙ্গিক। এই তো, সম্প্রতি বাংলার এক নেতার মুখে উঠে এসেছিল গোপালের নাম। আরেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে রীতিমতো খোঁচা দিতে বঙ্গজীবনের কাল্ট চরিত্রটির নামই উঠে এসেছিল তাঁর মুখে। এই উচ্চারণ যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে, গোপাল আজও 'জীবন্ত' এক মানুষ।

কিন্তু সে না হয় হল। গোপাল ভাঁড় কি সত্যিই ছিলেন? তিনি কি রক্তমাংসের এক চরিত্র? নাকি নিছকই এক মিথ, যাঁকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় স্থান করে দিয়েছে লোকশ্রুতি? কালে কালে গালগপ্পে ভরে উঠেছে গোপালের কীর্তির ভাণ্ডার। যার ঝলকানি আজও দিব্যি মালুম হয়। সত্যিটা কোনটা? নিজেকে গোপাল ভাঁড়ের বংশধর বলে পরিচয় দেওয়া নগেন্দ্রনাথ দাসের একটি বই রয়েছে। 'নবদ্বীপ কাহিনী বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়'। সেটাকে প্রামাণ্য জীবনী ধরলে মানতেই হবে গোপাল সত্যিই ছিলেন। কিন্তু অসংখ্য 'কিন্তু'র কুয়াশা এই একটি বই দিয়ে ঢেকে দেওয়া কি সম্ভব? ১৯২৬ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের বইটির প্রকাশক তিনি নিজেই। ছেপেছিল কুন্তলীন প্রেস। তিনি দাবি করেন, গোপাল ভাঁড়ের আসল নাম গোপালচন্দ্র নাই। অর্থাৎ বংশগত ভাবে তিনি নাপিত। কিন্তু ছুরি-কাঁচি হাতে তুলে নেননি গোপাল। বরং ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরের ভাণ্ডারের এক তত্ত্বাবধায়ক। সেই ভাণ্ডার থেকেই ভাণ্ড তথা ভাঁড়। গোপালের বাবা দুলালচন্দ্রও ক্ষৌরকর্ম করতেন না। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁর বৈদ্য। আসলে সেযুগে শল্যচিকিৎসার কাজও বহু সময় নাপিতরাই করতেন। দুলাল সিরাজউদ্দৌল্লাকে বাল্যকালে কঠিন অসুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁরই বড় ছেলে কল্যাণ। কনিষ্ঠ আমাদের চিরচেনা গোপাল। যিনি ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব বুদ্ধিমান। লোকমুখে তাঁর দুর্দান্ত সব মজার অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তার জেরেই ক্রমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় স্থান। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পঞ্চরত্নসভার অন্যতম রত্ন গোপালের এক তৈলচিত্রও রয়েছে। এমনই সব দাবি রয়েছে গোপালের রক্তমাংসের অস্তিত্বের সপক্ষে।

কিন্তু এই সব দাবি কি সত্যি? কিংবদন্তি ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক সুকুমার সেন বলছেন, 'গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে আধুনিক বাঙালির কৌতূহল থাকার ফলে বাস্তব অথবা কল্পিত ব্যক্তিটির সম্পর্কে যে জনশ্রুতি জাতীয় ঐতিহ্য গজিয়ে উঠেছে ও উঠছে তার বীজ হচ্ছে ভাঁড় নামের অংশটি, গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়টুকু সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারের 'ভাণ্ড'-জাত মনে করে অনেক গোপালের জাতি নির্ণয় করেছেন। পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি যাই হোক, গোপাল ভাঁড় বাঙালি রসিক ও লৌকিক সংস্কৃতিতে অমলিন হয়ে আছেন।' এখানে 'বাস্তব অথবা কল্পিত ব্যক্তি' শব্দবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিমল গোস্বামীর লেখাতেও পরিষ্কার দাবি করা হয়েছে, গোপালের অস্তিত্বরা গবেষকরা খুঁজে পাননি।

এও সত্যি যে, গোপালের জন্মসাল কিংবা কোথায় তিনি জন্মেছিলেন তা কোনও নথিতে পাওয়া যায় না। এমনকী, তাঁর জমিবাড়ির দলিল-দস্তাবেজ মায় ছবি- কিছুই নেই। অবশ্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৈলচিত্রকে বাদ দিলে। যে ছবিকে ঐতিহাসিকরা গুরুত্ব দেন না বলেই জানা যাচ্ছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার আরেক উজ্জ্বল নাম কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তিনি এত কিছু লিখেছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় রাজার রাজসভার এত গুরুত্বপূর্ণ একটা নাম গোপালকে নিয়ে কিছুই নেই। ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেনও। রাজার সভার এই কিংবদন্তি রত্নও কোথাও গোপালকে নিয়ে কিছু লিখেছেন বলে জানা যায় না। যদি সত্যিই গোপাল সেই সভায় থেকে থাকেন, তাহলে কেন এঁরা নীরব রইলেন? বিশেষ করে ভারতচন্দ্র। যাঁর লেখায় আমরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদদের সম্পর্কে জানতে পারি। এমনকী, এও জানা যায় সভায় শঙ্কর ও তরঙ্গ নামে দুই ভাঁড় ছিলেন। 'অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ/ হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গভঙ্গ।' কিন্তু গোপাল? কিংবদন্তি বিদূষকের নাম কেন লেখা হল না?

১৯৫৩ সালের বাংলা ছবি 'গোপাল ভাঁড়'-এর কথা বলা যাক। সেই সময় প্রতিটা ছবির সঙ্গে বুকলেট দেওয়া হত। এই ছবির সঙ্গে দেওয়া বইয়ে পাওয়া যাচ্ছে গানগুলিও। বৈষ্ণব আজু গোঁসাই গোপালকে খোঁচা দিচ্ছেন, 'কৃষ্ণচন্দ্রের অশেষ দয়া তাই খাচ্ছ সুখে দুধকলা/ ছত্রছায়া সরে গেলে খাবে শুধু কাঁচকলা।' এই গানের লাইনগুলি লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তৎকালীন সমাজ এক সাধারণ মানুষের রাজার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠাকে কী চোখে দেখছে সেটাই এখানে বুঝিয়েছেন তিনি। যা পড়তে গিয়ে মনে হয়, কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গোপালের বেশি গুরুত্ব পাওয়াতেই ভারতচন্দ্র ঈর্শাবশত কিছু লেখেননি- এমনটাও তো হতে পারে। যাই হোক। একদিকে নগেন্দ্রনাথের লেখা গোপাল জীবনী। অন্যদিকে নানাবিধ কূট যুক্তি। পাল্লা ভারী কিন্তু দ্বিতীয় দিকেরই। তবে একথাও ঠিক গোপালের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত ধারণায় আসা আজও বোধহয় সম্ভব নয়। চারপাশে কুয়াশা। কিন্তু এত কুয়াশার মধ্যে কেবল ঝলমলে রোদ আসলে গোপালের গল্পগুলো। সেগুলো আসলে 'সত্যি'। কেননা সেই গল্পের ভিতরে আপাত হাস্যরসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জীবনশিক্ষার জোর এত বেশি যে, তা যুগের পর যুগ পেরিয়েও টিকে থেকেছে। আজও কার্টুন চরিত্র হয়ে ছোটদের আনন্দ দেন গোপাল ভাঁড়। রাষ্ট্রযন্ত্র তথা শাসকের মুখের উপরে সত্যি কথা বলার হিম্মত দেখে তাক লাগে হরিপদ কেরানিদের। গোপালের চেহারা গোলগাল। টাকমাথা, ভুঁড়িওয়ালা মানুষটা তবুও একজন 'হিরো'। লঘু রসিকতা করা 'ভাঁড়' বলে তাচ্ছিল্য করলেও তাঁর কিছু এসে যায় না। গোপালের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ অন্যদের মতো সোজা রাজার উদ্দেশেও ধেয়ে যায় থেকে। সেই সব গল্প আমাদের কত কথা মনে করিয়ে দেয়! ভবিষ্যতেও দেবে। কেননা সমাজের চেহারা বদলালেও মৌলিক বিষয়গুলি বদলায় না। আর তাই গোপাল রক্তমাংসের হোন বা না হোন, তিনি হেঁটে বেড়াবেন শতকের পর শতক পেরিয়ে।

হাফলং এবং মাইবাং কলেজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে স্মারকপত্র

হাফলং (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : হাফলং সরকারি কলেজ ও মাইবাং ডিগ্রি কলেজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানিয়েছে হিলস ট্রাইব স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশন (এইচটিএসও)। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হিলস ট্রাইব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপের ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্ত কুমার দাসের মাধ্যমে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা হিলস ট্রাইব স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশনের সদস্য প্রমিত সেংইয়ং অন্যান্য ছাত্র নেতাদের পাশে বসিয়ে শিলচরের অসম বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্যমান হাফলং সরকারি কলেজ ও মাইবাং ডিগ্রি কলেজকে হোজাইয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর তীব্র বিরোধিতা করে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিলচরে অবস্থিত অসম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তাই হাফলং সরকারি কলেজ ও মাইবাং ডিগ্রি কলেজকে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

তাঁর অভিযোগ, সরকার অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হাফলং সরকারি কলেজ ও মাইবাং ডিগ্রি কলেজকে অবনমন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলার ছাত্র সংগঠনগুলি তা কোনও অবস্থায় বাস্তবায়িত করতে দেবে না বলে জানিয়ে বলেন, ১৯৬১ সালে স্থাপিত হাফলং সরকারি কলেজ ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯৪ সালে এই কলেজ শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রমিত সেংইয়ং বলেন, দীর্ঘদিন থেকে হাফলঙে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছে। হাফলং সরকারি কলেজে মাস্টার ডিগ্রির জন্য শুধু দুটি বিষয় রয়েছে। অথচ সরকার এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ডিফুতে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সবসময় ডিমা হাসাও জেলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। এই পাহাড়ি জেলায় নেই কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নেই মেডিক্যাল কলেজও। তবে ২০১২ সাল থেকে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের নির্মাণকাজ চলছে, যদিও এখনও ডিমা হাসাও জেলার কোনও ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পাননি, বলেন প্রমিত সেংইয়ং।

ডিমা হাসাও জেলায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি উত্থাপন করে প্রমিত বলেন, পাহাড়ি জেলায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা না হলে এবং ক্যাবিনেট বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলার যে দুটি কলেজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হলে ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলন অব্যাহত থাকবে, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সরকাকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন প্রমিত সেংইয়ং।

দিনহাটায় বেআইনিভাবে বিজেপির উপপ্রধানকে গ্রেফতারের অভিযোগে বিক্ষোভ

দিনহাটা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : পুলিশ বেআইনিভাবে বিজেপির উপপ্রধানকে গ্রেফতার করেছে, এই অভিযোগ তুলে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের ভেটাগুড়ি চৌপথীতে পথ অবরোধে শামিল হলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে তাঁরা অবরোধ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একজনের ধান কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা রতিমা সেনের স্বামী গৌতম সেনকে পুলিশ দুদিন আগে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। গৌতমবাবু ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদে রয়েছেন। বিজেপির দাবি, বেআইনিভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে সাত দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে এদিন পথ অবরোধে শামিল হন বিজেপি নেতারা। অবরোধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, যতক্ষণ না পুলিশ আধিকারিকরা এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন, ততক্ষণ অবরোধ চলবে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার ফলে দিনহাটা-কোচবিহার সড়কে যান চলাচল থমকে যায়। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

মধ্যপ্রদেশে জন আক্রোশ যাত্রার সমাপনী ভাষণে বিজেপিকে নিশানা রাহুল গান্ধীর

শাহদোল, ১০ অক্টোবর (হি.স.): কংগ্রেসের প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী একদিনের সফরে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশে শাহদোলের বেওহারি পৌঁছেছেন। রাজ্যে কংগ্রেস আয়োজিত জন আক্রোশ সমাবেশের সমাপনী অনুষ্ঠানে জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বিজেপিকে তীব্র নিশানা করেন। এদিন তিনি বলেন, আডবাণীজি তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন যে সত্যিকারের পরীক্ষাগার, বিজেপির আসল কারখানা গুজরাটে নয়, মধ্যপ্রদেশে। ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে মৃত মানুষের চিকিৎসা হয় না, এখানেই এমন হয়। তনি বলেন, মধ্যপ্রদেশে টাকা চুরি হয়। মহাকাল করিডোরে ভগবান শিবের কাছ থেকে চুরি করা হয়। শিশুদের স্কুলের ইউনিফর্ম ও মিড-ডে মিলের টাকা চুরি হয়। এখানে ১৮বছরে ১৮০০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। জনসভায় রাহুল গান্ধী জাতি ভিত্তিক জনগণনার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকার গঠিত হলে মধ্যপ্রদেশে প্রথম কাজ হবে জাতি ভিত্তিক জনগণনা করা।

এর আগে, সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ বলেন, নির্বাচন মধ্যপ্রদেশের যুবকদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। মধ্যপ্রদেশের ছবি সামনে রাখুন। ভেবেচিন্তে ভোটের অধিকার ব্যবহার করুন। তিনি বলেন, আমি কী ভুল করেছি, রাজ্যের ২৭ লাখ কৃষকের ঋণ মকুব করেছি। শাহদোল জেলায় ১৮ হাজার কৃষকের ঋণ মকুব। এটি প্রথম কিস্তিতে, দ্বিতীয় কিস্তির কাজ চলছিল। এখানে ১০০টাকায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দেওয়া হল, কী অপরাধ ছিল?

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ২১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে জন আক্রোশ যাত্রা শুরু করেছিল, যা ৩০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুরে শাহদোলের বেওহারি পৌঁছেছে। মঙ্গলবার এই জন আক্রোশ যাত্রা শেষ হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এখানে এসেছিলেন রাহুল গান্ধী।

চাষের জমিতে ১৪ টি হাড়, বৃদ্ধার আধার কার্ড, চাঞ্চল্য নলহাটিতে

বীরভূম, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : নলহাটির রদিপুর গ্রামের বাসিন্দা সর্বমঙ্গলা মণ্ডল। কিছুদিন আগে তিনি মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। দিন পনেরো আগে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হন। মেয়ে ভেবেছিলেন বৃদ্ধা বাড়ি পৌঁছেছেন। এদিকে বাড়িতে ছেলে ভেবেছেন, বৃদ্ধা মেয়ের বাড়িতে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে রদিপুর গ্রামের একটি চাষের জমিতে ১৪ টি হাড় পড়ে থাকতে দেখেন কৃষকরা। পাশে ছিল একটি পুটলি। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়েই হাড় উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নথির ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, হাড়গুলো ওই গ্রামেরই এক বৃদ্ধার।

পুলিশ পুটলি থেকে উদ্ধার করে বৃদ্ধার আধার কার্ড। তাতেই খানিকটা স্পষ্ট হয়ে গোটা ঘটনা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্রাহ্মনী নদীর পাড় দিয়ে আসার সময় কোনওভাবে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। পরবর্তীতে শিয়াল মৃতের দেহের মাংস খুবলে খায়। যদিও এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। রিপোর্ট হাতে পেলে তবেই গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ইজরায়েলে নিহত বেড়ে ৯০০, গাজায় ৬৯০

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স.): হামলা পাল্টা হামলায় হামাস-ইজরায়েলে বাড়ছে নিহতের সংখ্যা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলে নিহত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০০ জনে। আর গাজায় নিহত প্যালেস্তিনীয়দের সংখ্যা ৭০০ ছুঁইছুঁই।

গত শনিবার সকালে হঠাৎই ইজরায়েলে হামলা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। জবাবে গাজায় হামলা শুরু করে ইজরায়েলি সেনারা। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দক্ষিণ ইজরায়েল থেকে ভাষণ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, দেশটি হামাসের বিরুদ্ধে 'প্রচণ্ড শক্তি' ব্যবহার করবে।

এর আগে সোমবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গাজা উপত্যকায় সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি খাবার, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধেরও নির্দেশ দেন।

হামাসের সশস্ত্র গোষ্ঠী আল-কাশেম ব্রিগেডস হুমকি দিয়েছে, গাজায় বোমা হামলা চালিয়ে নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধ না করলে কোনও প্রাক-আভাস ছাড়াই বন্দি ইসরায়েলিদের মেরে ফেলা হবে। হামাসের হামলায় ইজরায়েলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯ নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, যেখানে ১০ জনের বেশি ব্রিটিশ নাগরিকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। কয়েক ডজন লোককে হামাস বন্দি করে রেখেছে। পরিবার ও স্বজনেরা তাদের খোঁজ করছে।

বিলাসীপাড়ায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে অস্ত্রধারী ডাকাতের হামলায় জখম দুই ব্যবসায়ী, লুট ৩০ লক্ষ টাকা

বিলাসীপাড়া (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অনন্তর্গত বিলাসীপাড়ার শাইলধরায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে সংগঠিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২০ জনের এক ডাকাতের দল ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা করে লুটে নিয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, সোমবার রাতে জলেশ্বর হাট থেকে তিনটি নৌকায় করে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে স্বগৃহে ফিরছিলেন ব্যবসায়ীর এক দল। মধ্য নদে যাওয়ার পর অস্ত্রধারী ২০ জনের এক ডাকাত দল ব্যবসায়ী দলের ওপর হামলা চালায়। তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা লুটে নিয়েছে। ডাকাতদের হামলায় ছয়জন ব্যবসায়ী জখম হয়েছেন।

নৌকায় ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় নদ-তীরে স্থানীয় জনতার তৎপরতায় দুই ডাকাতকে পাকড়াও করা হয়। ধৃত দুই ডাকাতকে সাদ্দাম মোল্লা (হুসেন) এবং শাহজামাল শেখ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বিলাসীপাড়া সদর থানার পুলিশ এসে নিয়ে গেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের অন্য সঙ্গীদের পাকড়াও করতে তদন্ত-অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

এদিকে আহত ছয় ব্যবসায়ীকে বিলাসীপাড়ায় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

১০০ দিন কাজের মামলায় রাজ্যের কাছে জবাব তলব আদালতের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বছর কেটে গেলেও মেলেনি ১০০ দিনের কাজের টাকা। একদিকে যখন এই বিষয়কে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল, তখন তা নিয়ে হলফনামা চাইল হাইকোর্ট।

১০০ দিনের কাজের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে দ্বিতীয় অ্যাকশন রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি কেন্দ্র। এক বছর পেরিয়ে গেলেও কেন কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হল না, তা নিয়ে কেন্দ্রকে হলফনামা দিতে বলেছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা কেন টাকা পেলেন না, কেন্দ্রকে সেই প্রশ্ন করেছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর প্রশ্ন ছিল, যাঁরা বৈধভাবে কাজ করেছেন, তাঁরা কেন টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন?

মঙ্গলবারের শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই নিয়ে রাজ্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না। এটি একটি জনস্বার্থ মামলা। আমরা চাই রাজ্যের আসল উপভোক্তারা যেন প্রকল্পের সুবিধা পান।" তিনি আরও বলেন, "রাজ্য যে কখনও ভুল করে না, এটা বলব না, কিছু ভুল হতে পারে। অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রেই তা হয়।"

এই ইস্যুতে বক্তব্য জানাতে সময় চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোককুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

এই প্রকল্পে ৪৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও কোনও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবারই ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে ভুয়ো জবকার্ডের অভিযোগ উঠে আসে শুনানিতে। সে ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, কারা আসল এবং কারা নকল, সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

পার্কিং ফিজ নিয়ে 'জুলুম' বিরক্ত গাড়িওয়ালারা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : কলকাতার পার্কিং ফিজ নিয়ে গাড়িমালিকদের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলছে পুরসভা ও পুলিশ। বহু জায়গাতেই নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি ফিজ নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে 'জুলুম'-এর অভিযোগও উঠছে। পুরসভার ভূমিকাতেও ক্ষুব্ধ নবান্ন।

পুরসভা আগে পার্কিং ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নবান্ন ওই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। নবান্ন কলকাতা পুরসভাকে জানায় কলকাতার পার্কিং ফি বাড়ানো যাবে না। তারপরও পুরসভা মে মাসে নবান্নে কয়েকটি ভারতীয় শহরের পার্কিংয়ের হারের তুলনা পাঠায়। সেই অনুযায়ী কলকাতার জন্য পার্কিংয়ের হার নির্ধারণ করার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু নবান্ন এখনকার পার্কিং ফি বহাল রেখেছে।

এরকম পরিস্থিতিতে মূলত অফিসপাড়ায় কিছু পার্কিং অ্যাটেণ্ডেন্ট বাড়তি টাকা নিচ্ছে। এখন কলকাতার দিনের বিদ্যমান পার্কিং রেট সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা গাড়ির জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১০ টাকা এবং টু-হুইলারের জন্য ৫ টাকা। নাইট পার্কিং রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা গাড়ির জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০ টাকা এবং টু-হুইলারের জন্য ঘণ্টায় ১০ টাকা। অনেক গাড়িওয়ালার এই হার জানা না থাকায় দাবিমত ফিজ দিয়ে দিচ্ছেন। অনেক গাড়িওয়ালা ঝামেলা এড়াতে বাড়তি টাকা দিচ্ছেন। কারণ, ভবিষ্যতে ওখানে আবার গেলে স্থানাভাবের অজুহাত দেখিয়ে অ্যাটেণ্ডেন্ট গাড়ি রাখতে নাও দিতে পারেন।

পুলিশ অবশ্য এ নিয়ে নিস্ক্রিয়তার দাবি করে দাবি করেছে, ফেসবুকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের পর সম্প্রতি দোষী দুজন অ্যাটেণ্ডেন্টকে এই গোটা মাস সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

এছাড়াও, অ্যাটেণ্ডেন্টদের ডেকে এক শিবিড়ে বলে দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে তাঁরা যেন কেউ আইন না ভাঙেন। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগও ফেসবুকে জানিয়েছে, পার্কিং রেট অথবা অ্যাটেণ্ডেন্টদের ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ থাকলে ১০০ এবং ১০৭৩-তে জানাতে পারেন।

স্বামীর গলাকাটা দেহ বিছানায় আক্রান্ত শাশুড়িও, ধৃত বধূ

উত্তর দিনাজপুর, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ইসলামপুরের মঙ্গলবার এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

এদিন সকালে নিজের বাড়িতে শোওয়ার ঘরের বিছানায় যুবকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর গলা নৃশংস ভাবে কেটে দেওয়া হয়েছিল। পাশের ঘরে যুবকের মাকেও আঘাত করা হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ইসলামপুরের নেতাজীনগর এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ তরফদার (৩৮) পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর স্ত্রী দীপ্তির বিরুদ্ধে স্বামীকে খুনে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। সোমবার রাতে স্বামীর সঙ্গেই ছিলেন দীপ্তি। মঙ্গলবার ভোরে আচমকা তিনি 'চোর, চোর' বলে চিৎকার শুরু করেন। এলাকার বাসিন্দারা চিৎকার শুনে ছুটে যান এবং দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন অভিজিৎ। তাঁর মা প্রতিমা তরফদারও জখম। কিন্তু দুষ্কৃতীরা ঘর থেকে কোনও গয়নাগাটি বা টাকা চুরি করেনি। কেবল দু'টি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান পুলিশ। মৃতের মা প্রতিমা দাবি করেছেন, তাঁর পুত্রবধূ দীপ্তি চক্রান্ত করে স্বামীকে খুন করিয়েছেন বলে তাঁর সন্দেহ। তাঁকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই সন্দেহের ভিত্তিতে তদন্ত করে দীপ্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর দু'জন বান্ধবীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া, পুলিশ দীপ্তির এক বন্ধুকে আটক করেছে।

রাস্তায় দুধ ফেলে প্রতিবাদ দুগ্ধ চাষিদের, বহরমপুরের ঘটনায় হইচই

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : রাস্তায় দুধ ফেলে প্রতিবাদ জানালেন মুর্শিদাবাদের দুগ্ধ চাষিদের একাংশ। মঙ্গলবার বহরমপুর থানার সাটুই বাজারে সকাল থেকে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। রাস্তা অবরোধও করেন। সব মিলিয়ে তীব্র হইচই হয়। কিন্তু কেন এই প্রতিবাদ করলেন তাঁরা?

প্রতিবাদীদের অভিযোগ, তাঁদের শ্রমের পণ্য দুধ, কিনছে না ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়ন। এতেই শেষ নয়। নানা অছিলায় ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এরই প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের বিভিন্ন সমবায়ের সদস্য, ওই দুগ্ধ চাষিরা।

অতীতেও বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়ন বাঁচাতে অভিযান হলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক বা ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিবাদের এই ধরন অবশ্য একেবারে অচেনা নয়। দুগ্ধজাত খাবারের দাম বাড়ানো-সহ একাধিক দাবিতে আগেও একই ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাষিরা।

. উদ্ধার বিপুল অঙ্কের জাল নোট

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর মুখে ফের শহরে উদ্ধার বিপুল অঙ্কের জাল নোট। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের জালে মালদহের ২ যুবক। সোমবার রাতে বাবুঘাট এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার বাবুঘাট এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে রেজাউল করিম ও জামিরুল নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের থেকে ৬০০ টি পাঁচশো টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। মোট ৩ লক্ষ টাকা। এসটিএফ জানতে পারে, এই মুহূর্তে এই দুজনই এলাকায় জাল নোটের কারবার চালাচ্ছে।

রেজাউল ও জামিরুল মালদহের বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি, ৪৮৯ বি ও ৪৮৯ সি ধারায় অর্থাৎ জাল নোট এবং তা নিজের কাছে কুক্ষিগত করার কারণে মামলা দায়ের হয়েছে।

বারাকপুর পুলিশ অ্যাকাডেমীর বেওয়ারিশ কুকুর উধাও নিয়ে আলোড়ন

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : বারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ অ্যাকাডেমীর চত্বর থেকে বেওয়ারিশ কুকুর উধাও হয়ে যাচ্ছে। এ রকম একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এলাকায় আলোড়ন জাগিয়েছে।

অভিযোগটি স্থানীয় বাসিন্দারা পাঠিয়েছেন পশুকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। 'কেপ ফাউণ্ডেশন' নামে ওই সংস্থার ম্যানেজিং ট্রাস্টি রাধিকা বোস অ্যাকাডেমীর আধিকারিকদের কাছে এ ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ করার আবেদন করেছেন। অভিযোগ, কুকুরগুলোকে ধরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধাপার কাছে ছেড়ে আসা হচ্ছে। এতে বেশ কটি কুকুর ধাবমান গাড়ির ধাক্কায় মারা গিয়েছে বলেও আশঙ্কা।

অভিযোগ, অতি সম্প্রতি অ্যাকাডেমী চত্বরের ৯টি কুকুর নিখোঁজ হয়েছে। বারাকপুর পুলিশ অ্যাকাডেমীর পরিচিত পরিবেশ থেকে এভাবে অপরিচিত পরিবেশে কুকুর রেখে আসার সমালোচনা করে রাধিকা বোস লিখেছেন, ওখানকার বাকি বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর যেন কিছু না হয়, সেটি নিশ্চিত করা দরকার। ওই চত্বরের বেওয়ারিশ প্রতিটি কুকুরের নির্বিজকরণ হয়েছে। কিছুকাল আগে আশা নামে এরকম একটি বেওয়ারিশ কুকুর প্রশিক্ষণ পেয়ে পুলিশ কুকুরের মতই দক্ষতা দেখিয়েছিল। অ্যাকাডেমীর পুলিশ সুপার প্রণব কুমারের বক্তব্য, অ্যাকাডেমী চত্বরে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছে।

ফলে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ছে। আমরা বিষয়টি স্থানীয় মিউনিসিপালিটিকে জানিয়েছি। এখন দেখা যাক!"

রাজ্যপালের নিযুক্ত করা আলিপুরদুয়ার বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্যকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

আলিপুরদুয়ার, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যপালের নিযুক্ত করা আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী ও তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সদস্যরা। কালো পতাকা হাতে নিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা।

মঙ্গলবার কাজে যোগ দেন উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভে শামিল হন শিক্ষাকর্মী ও তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সদস্যরা। উপাচার্যের অফিসের সামনে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। প্রসঙ্গত, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি কলা, বাণিজ্য ও আইন বিভাগে ডিনও ছিলেন। এরপর তাঁকে আচার্য সি ভি আনন্দ বোস আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেন। এদিন উপাচার্য হিসাবে প্রথম যোগ দিতে আসেন তিনি। সময়ের কিছুটা আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছন উপাচার্য। অভিযোগ, তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কালো পতাকা দেখায়। চলে স্লোগান। সেই সব উপেক্ষা করেই নিজের অফিসে পৌঁছে যান উপাচার্য। তাঁর পিছু-পিছু সেখানেও ঢুকে পড়ে টিএমসিপি-র ছাত্ররা। দীর্ঘ এক ঘণ্টা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা কর্মীদের সঙ্গে উপাচার্যের ম্যারাথন বৈঠক হয়।

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যপাল পাঠিয়েছেন। আমি এখানে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিয়েছি। ওদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমি তো অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে এসেছি। যতদিন কাজ করতে বলা হবে ততদিন কাজ করব। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে পূর্ণ রুপ পায় সেদিকে দেখব।" রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি নতুন উপাচার্য। তিনি বলেন, "আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থাকাকালীন ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে যেতাম। আমি খেলা টেলা বুঝি না।"

ইজরায়েলে সমস্যায় তামিল শিক্ষার্থীরা, ফেরার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার

চেন্নাই, ১০ অক্টোবর (হি.স.): ইজরায়েলে ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ তামিলনাড়ুর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সংকট তৈরি করেছে। তাদের রেশন, জল সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় খুঁজছেন তারা। তাদের ফেরার ব্যবস্থা করছে তামিলনাড়ু সরকার। রাজ্যের সংখ্যালঘু মন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। হেল্পলাইন নম্বর জারি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২ জন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের ঘরে ফেরার জন্য অনলাইন ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। কিছু শিক্ষার্থী তাদের পরিবারকে জানিয়েছে যে তাদের রেশন এবং জল শেষ হয়ে গেছে এবং তারা বাড়ি ফিরতে চায়।

২ দিনের কর্মবিরতির ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গল ও বুধবার কর্মবিরতি পালন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। প্রসঙ্গত এই নিয়ে পঞ্চমবার কর্মবিরতির ডাক দিলেন ডিএ-আন্দোলনকারীরা।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ২৫৭ দিন ধরে চলছে অবস্থান-বিক্ষোভ। ধর্মতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির সামনে চলছে অবস্থান- বিক্ষোভ। যে চারটি দাবিতে তাঁরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন সেগুলি হল, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ, রাজ্য সরকারি অফিসে শূন্যপদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিয়োগ, প্রতিহিংসামূলক বদলি অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং যোগ্য অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির সামনে ২৫৭ দিন ধরে চলছে অবস্থান-বিক্ষোভ। এর আগে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর, বকেয়া ডিএ এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে, ফের পথে নেমেছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনকারী সরকারি কর্মী ও অস্থায়ী কর্মীরা। সে দিন রাস্তায় দণ্ডি কাটতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। রাজভবনে গিয়ে দাবিদাওয়াও জানানো হয়েছিল মঞ্চের তরফে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ওষুধ খেয়েও কোলেস্টেরল জব্দ হচ্ছে না?

বয়স ৪০-এর কোঠা পেরোয়নি, এখনই অনেকে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। যত দিন যাচ্ছে, এই বাড়তি কোলেস্টেরলের মাত্রা উদ্বেগ বাড়ায়। পাশাপাশি বাড়ছে হৃদরোগের ঝুঁকিও। তবু সচেতন নয় অনেকেই।

রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতোই কোলেস্টেরলের মাত্রা নিশ্চুপে বেড়ে যায়। পাশাপাশি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখাও বেশ কষ্টকর।

কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য কোলেস্টেরলকে বশে রাখা দরকার।

খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে শুধু ওষুধের উপর ভরসা করলে চলবে না। ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি জীবনধারা উপরও জোর দিতে হবে। লাইফস্টাইলে ন্যূনতম পরিবর্তন এনেই আপনি কোলেস্টেরলকে জব্দ করতে পারবেন। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে ডায়েট সবচেয়ে জরুরি। ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবারের মতো পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খান। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে শরীরচর্চা জরুরি। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট যোগব্যায়াম করলে আপনার ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়বে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমবে সহজে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন যদি হাতের মুঠোয় থাকে, তাহলে কোলেস্টেরল নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তাই ওজনকে বাড়তে দেবেন না। ওজন বাড়লে কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ে। এইচডিএল বা ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে গেলে এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ধূমপান ছাড়ুন। ধূমপান কোলেস্টেরলের পাশাপাশি দেহে একাধিক রোগ ডেকে আনে। যার মধ্যে ডায়াবেটিস, রক্তচাপ এমনকী ক্যানসারও রয়েছে।

ধূমপানের মতোই মদ্যপান নিয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। অ্যালকোহল সেবনে আপনার ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়তে পারে, যা এক প্রকার কোলেস্টেরল। পাশাপাশি লিভারের ক্ষতিও হয়। তাই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে মদ্যপান কমিয়ে ফেলুন।

রোজ ভিজিয়ে রাখা খেজুর খান

রোজ নিয়ম করে খাওয়া দাওয়া করলে আর শরীরচর্চার মধ্যে থাকলে একাধিক রোগ সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। আর এই খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে প্রছমেই যা করতে হবে তা হল কার্বোহাইড্রেট মেপে খেতে হবে যত কম ক্যালোরির খাবার খাবেন ততই ভাল। এর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ জল খেতে হবে। বেশি পরিমাণে ফল খেতে হবে।

ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন

আর তাই রোজ সকালে উঠে কয়েকটা ড্রাইফ্রুটস খান। এর মধ্যে সবথেকে বেশি স্বাস্থ্যকর হল খেজুর। নিয়মিত খেজুর খেলে শরীর ভাল থাকে সেই সঙ্গে একাধিক রোগের প্রকোপ থেকেও দূরে থাকা যায়

রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক কাপ জলের মধ্যে তিন-চারটে খেজুর ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে উঠে প্রথমে একগ্লাস ইষদুষ্ণ জল খেয়ে তারপর ওই ভিজিয়ে রাখা খেজুর খান। এর ৩০ মিনিট পর ব্রেকফাস্ট করুন আজকাল অনেকেরই পেট পরিষ্কার হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা থাকে। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে খেজুর। রোজ তাই ভিজিয়ে রাখা খেজুর খান। এতে মলত্যাগে কোনও রকম সমস্যা হবে না। মল অনেক বেশি নরম হবে একদম কম বয়স থেকেই এখন হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে। অস্টিওপোরোসিসের মত সমস্যা নিয়ে বহু মানুষ ভুগছেন। কোমরে ব্যথা, হাঁটুর সমস্যা এসব তো এখন ঘরে ঘরে। হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও রোজ নিয়ম করে খেজুর খান। এর মদ্যে যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম থাকে তা শরীরের কাজে লাগবে খেজুর খেতে মিষ্টি বলে ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে ভয় পান। তবে নির্ভয়ে খেতে পারেন এই ফল কারণ খেজুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব কম। দিনে একটা করে খেজুর খেলে সুগার বাড়ার কোনও রকম আশঙ্কা থাকে না। আর তাই ডায়াবেটিসে মিষ্টি খেতে চাইলে রোজ একটা করে খেজুর খান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও উপকারী খেজুর। খেজুরের মধ্যে থাকে ফ্ল্যাভিনয়েডস, যা মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী। অ্যালঝাইমার্সের মত রোগের হাত থেকে বাঁচতে এই খেজুরের কোনও তুলনা নেই। স্মৃতিভ্রমে আক্রান্ত হতে না চাইলে রোজ ১-২ টো খেজুর অবশ্যই খাবেন

ডিমের শাহি কোরমা

সামনেই দুর্গাপুজো। আর পুজো মানেই তো বাঙালির বাড়িতে অতিথিদের আগমন লেগেই থাকবে। পুজর ক"দিন বাড়িতে ভাল-মন্দ না রাঁধলে মনটা কেন লাগে আবার রান্নাঘরে খুব বেশি সময় দিতেও মন চায়ে না। চটজলদি রেঁধে ফেলা যায়, আর অতিথিদের মন ভোলানও যাবে এমন পদের সন্ধান খুঁজছেন? চটজলদি রান্না করতে হলে ডিমের উপর ভরসা রাখাই যায়। তবে সাধারণ ঝোল-ঝাল বা কষা নয়, ডিম দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন কোরমা। এই পদের স্বাদ হবে রাজকীয় আর বানাতেও খুব বেশি ঝক্কি হবে না। কী ভাবে বানাবেন, রইল হদিস।

উপকরণ:

ডিম: ৬টি

টক দই: ২ টেবিল চামচ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ

টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ

কাজু বাদাম: ২০ গ্রাম

চারমগজ: ১০ গ্রাম

রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ

আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা বাটা: ১ টেবিল চামচ

ধনে গুঁড়ো: আধ টেবিল চামচ

শাহি গরম মশলা গুঁড়ো: ১ চা চামচ

নারকেলের দুধ: আধ কাপ

নুন ও চিনি: স্বাদ অনুযায়ী

ফ্রেশ ক্রিম: পরিমাণ মতো

সর্ষের তেল: পরিমাণ মতো

মিঠা আতর: ২ ফেঁটা

প্রণালী: প্রথমে ডিমগুলি সেদ্ধ করে নিতে হবে। একটি পাত্রে তাতে টক দই, নুন,লঙ্কা বাটা আর সামান্য সাদা তেল দিয়ে আধ ঘণ্টা মাখিয়ে রাখুন ডিম সেদ্ধগুলিকে। কড়াইয়ে তেল গরম করে ডিমগুলি হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এ বার ওই কড়াইয়ে আরও খানিকটা তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, টোম্যাটো, কাঁচালঙ্কা, কাজুবাদাম, চারমগজ দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। এ বার পুনরায় কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে আদা-রসুন বাটা ও একে একে সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে বেটে রাখা মিশ্রণ দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ রান্না করুন। এর পর নারকেলের দুধ যোগ করুন, ভাল করে মিশিয়ে ভেজে রাখা ডিমগুলি দিয়ে দিন। গ্রেভি মাখা মাখা হয়ে এলে ফ্রেশ ক্রিম, শাহি গরম মশলা গুঁড়ো আর মিঠা আতর ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন ডিমের শাহি কোর্মা।

বারবার খাবার খান কিন্তু অল্প পরিমাণে

পুজোর আগে জ্র সাইজ থেকে ঞ্চ সাইজ জামায় ফিট হওয়ার জন্য অনেকেই জিমে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু পুজো যে আর দু'সপ্তাহও বাকি নেই। এর মধ্যে কি মেদ ঝরাতে পেরেছেন? অধিকাংশ মানুষই ওয়েট লসের জার্নিতে এমন বেশ কিছু ভুল করেন, তার মাশুল তাঁকে পরে গুনতে হয়। ঠিক যেমন শরীরচর্চার পাশাপাশি ডায়েট। ওয়ার্কআউট ও ডায়েট একসঙ্গে করলে ওজন কমতে বাধ্য।

কিন্তু ডায়েটের ক্ষেত্রেও আপনাকে প্রাথমিক কিছু নিয়ম মানতে হবে। সুষম আহারই এখানে একমাত্র বিষয় নয়। কী খাচ্ছেন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি কখন খাবার খাচ্ছেন। খিদে পেলেই যে খাবার খান, কিংবা খিদে পেয়েছে অথচ মেদ ঝরানোর জন্য খাবার এড়িয়ে গেলেন, এটা করলে চলবে না।

সঠিক সময় খাবার না খাওয়াই বাঙালির ভুঁড়ি হওয়ার অন্যতম কারণ। সকালে চা-বিস্কুট তারপর একদম দুপুরে ভাত-মাছের ঝোল, এই ডায়েটে দীর্ঘদিন চলার ফলেই পেট ফুলতে থাকে, শারীরিক গঠন বদলে যায়। পুষ্টিবিদদের মতে, ওজন কমাতে গেলে কিংবা শরীর সুস্থ রাখতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর খাবার খাওয়া জরুরি। দুটো খাবারের মাঝে দীর্ঘক্ষণ বিরতি থাকলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাড়ে। সকাল, দুপুর এবং রাত, এই তিনবেলার খাবার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই তিনবেলার খাবারের মাঝে যে সময়ের বিরতি থাকবে, সেখানেও আপনাকে কিছু না কিছু খেতে হবে। না হলে পেটে গ্যাস উতন্ন হতে পারে, পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে।

সকাল, দুপুর এবং রাত, এই তিনবেলার খাবারে পুষ্টিকর খাবার অবশ্যই রাখবেন। কিন্তু ভরপেট খাবার খাবেন না। বার বার খাবার খান কিন্তু অল্প পরিমাণে। ২-৩ ঘণ্টা অন্তর খাবার খান। এতে আপনার হজম প্রক্রিয়া সচল থাকে। পাশাপাশি দেহে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয় না এবং ক্লান্তিও দেখা দেয় না। এছাড়াও ওজনও বশে থাকে। যে কারণে ওয়েট লস স্ন্যাকসের চাহিদা এত বেশি। তিনবেলার খাবারের মাঝে যেসব খাবার খাবেন, সেগুলোও স্বাস্থ্যকর খাওয়া চাই। বেলার দিকে তাজা ফল খেতে পারেন। এছাড়া অফিসের ব্যাগে বাদাম, প্রোটিন বার রাখতে পারেন। বিকালবেলা স্ন্যাকস হিসেবে মাখানা, ছোলার চাট ইত্যাদি খেতে পারেন। আবার রাতে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে গরম দুধ কিংবা ক্যাফেইন মুক্ত ভেষজ চায়ে চুমুক দিতে পারেন। এগুলো আপনার হজমের গোলমালকে দূর করবে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করবে। তাই দীর্ঘক্ষণ পেট খালি রাখার বদলে বার বার অল্প পরিমাণে খাবার খেতে থাকুন।

দৈনিক শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় অ্যান্টিবায়োটিক

মাথাব্যথা কিংবা জ্বর জ্বর লাগছে। প্রাপ্তবয়স্করা চিন্তা না করেই খেয়ে নেন অ্যান্টিবায়োটিক। শুধু মাথাব্যথা কিংবা জ্বর নয়, অন্য যেকোনো অসুখেই আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করি। আর অসুখ সারাতে ওষুধ সেবন করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি জানেন কী, এই ওষুধই বিপদ ডেকে আনে! বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অ্যান্টিবায়োটিকের বেশি ব্যবহার নবজাতক ও শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তারা বলেছেন, সামান্য জ্বর, পেটের অসুখ বা শ্বাস কষ্ট। ছোট্ট শিশুটিকে সুস্থ করতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন চিকিতকরা। এই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারই ভবিষ্যতে দুর্বল করে দিচ্ছে শিশুদের। কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক সমস্যায় ফেলছে শিশুদের? বিশেষজ্ঞরা বলেন, অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া শুধু হজমে সাহায্য করে এমনটা নয়। অ্যাজমা, অ্যালার্জি, পেটের অসুখের মতো বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে এই ব্যাকটেরিয়া। প্রত্যেক শিশুর দেহেই তৈরি হয় নিজস্ব ব্যাকটেরিয়ার সেট, মাইক্রোবায়োম। জীবনের প্রথম দুই-তিন বছর এই মাইক্রোবায়োম গঠন হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গবেষণা বলছে, অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব পড়ছে এই মাইক্রোবায়োম গঠনে। "বিপদ অ্যান্টিবায়োটিকে!" গবেষকরা বলেন, অ্যান্টিবায়োটিকের বারবার ব্যবহার ব্যাকটেরিয়া গঠনে বাধা সৃষ্টি করে। যার নিট ফল সুগঠিত মাইক্রোবায়োম তৈরিই হয় না শিশুর দেহে। এতে শিশুদের দেহের প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো স্থিতিশীল হয় না। বিপদ সিজারিয়ান বেবিরও! বিপদসীমার মধ্যে রয়েছেন সিজার করে জন্ম নেওয়া নবজাতকরাও। এমনটাই দাবি গবেষকদের। সিজারিয়ান বেবিদের অন্ত্রে রোগ প্রতিরোধকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কম থাকে। এই শিশুদের ওপর অ্যাটিবায়োটিকের প্রভাব আরও খারাপ হতে পারে। তাই গবেষকরা বলছেন, শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক দিন সাবধানে। কারণ জীবনের প্রথম তিন বছর অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার মোটেই ভালো নয়।

বাঙালি স্টাইলে এই ভাবে বাড়িতেই বানিয়ে নিন চিকেন বিরিয়ানি

বিরিয়ানি খেতে কে না ভালবাসে। ভাত-ডালের পরই বাঙালির প্রিয় খাবারের তালিকায় থাকে বিরিয়ানি। তবে শরীরের জন্য এই বিরিয়ানি ভয়ংকর খারাপ, বলা যায় বিষের সমতুল্য। তবে জেনেশুনেই বিষ পান করার মত সকলে এই বিরিয়ানি দু বেলা করে গিলছেন। অনেক রকম ভাবে বিরিয়ানি বানানো যায়। টিক্কা বিরিয়ানি, দম বিরিয়ানি, কিমা বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি ইত্যাদি।

আবার খাঁটি বাঙালি পদ্ধতিতে বানানো বিরিয়ানিও আছে এই তালিকায়। যে পদ্ধতিতে মা-কাকিমারা হামেশাই বানিয়ে থাকেন বাড়িতে। দেখে নিন কী করে বানাবেন এই ঘরের স্টাইলে সহজ বিরিয়ানি

প্রথমেই পরিমাণ মত বাসমতি রাইস নিয়ে ভাল করে ধুয়ে অন্তত ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। হাঁড়িতে জল ফুটলে চাল দিয়ে ভাত করে নিতে হবে। মাংস আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। মাংসের মধ্যে হলুদ, একটা সরষের তেল, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা বাটা, জিরে বাটা, বড় এক চামচ টকদই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখন ৩০ মিনিট। এবার পেঁয়াজের বেরেস্তা বানিয়ে নিতে হবে। ৮০ শতাংশ সিদ্ধ হলেই ভাত নামিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে এক চামচ তেল আর এক চামচ ঘি দিতে হবে। এবার শা জিরে, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এক বাটি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে বসান। কয়েকটা লঙ্কা চেরা দিয়ে নেড়ে চেড়ে ম্যারিনেট করা চিকেন কষতে দিন। প্রয়োজন মতো নুন দেবেন। ঢাকা দিয়ে রান্না করলে মাংস থেকে জল ছাড়বে। বেরেস্তা ভাজা বাকি তেলে আলু আর ডিম ভেজে নিতে হবে। এবার লেয়ারিং শুরু করুন। প্রথমে রান্না করা ভাত দিয়ে ওর উপর মাংস, আলু-বেরেস্তা সাজিয়ে উপর থেকে একটু ঘি, বিরিয়ানি মশলা, দুধে ভেজানো কেশর ছড়িয়ে দিতে হবে। আবার উপর থেকে একই ভাবে রাইস দিয়ে লেয়ারিং করুন। উপর থেকে বেরেস্তা, মশলা, ঘি ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

৩০ মিনিট এভাবে ঢেকে রেখে একসঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করুন বাঙালি স্টাইল বিরিয়ানি। এই বিরিয়ানিও খেতে খুব ভাল লাগে। বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে না কিনে এই পদ্ধতিতে বাড়িতেই বানিয়ে নিন। খেতে লাগবে খুব ভাল। সঙ্গে একটু রায়তা বানিয়ে নিতে ভুলবেন না।

কাশ্মীরি স্টাইলের মুচমুচে মাটন ভাজা খান

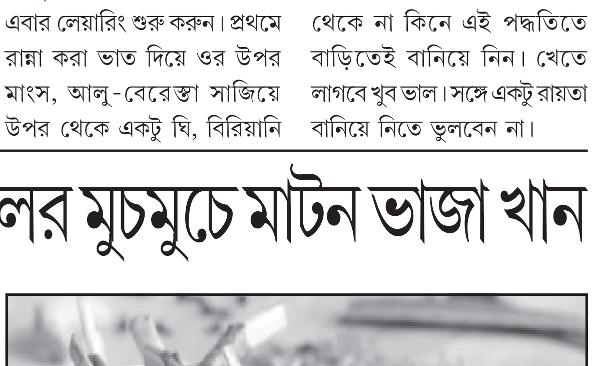

বাঙালির কাছে পাঁঠার মাংস মানেই হয় পাতলা ঝোল নাহলে কষা। এর বাইরে মাটন নিয়ে খুব বেশি এক্সপেরিমেন্ট করে না বাঙালি। কিন্তু মাটন কষা বা ঝোল ছাড়াও এমন অনেক পদ বানানো যায় খাসির মাংস দিয়ে। তেমনই একটি রেসিপি হল মাটন কাবারগাহের। কাশ্মীরের জনপ্রিয় পদ হল মাটন কাবারগাহ। দুধ ও বিভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি হয় মাটনের এই পদ।

আর এটা ঘি বা তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয়। তাই ভিতর থেকে নরম ও রসালো হয় আর উপর থেকে মুচমুচে। উতবের মরশুমে মাটনের এই পদ বানাতে পারেন আপনিও। রইল সহজ রেসিপি।

মাটন কাবারগাহ বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১ কেজি মাটন, ৫০০ মিলি দুধ, ৩০০ গ্রাম দই, ২ চা চামচ আদার গুঁড়ো, ২ চা চামচ রসুন গুঁড়ো, ২ চিমটে হিং, ৪ চা চামচ মৌরির গুঁড়ো, ৬টি লবঙ্গ, ২টি তেজপাতা, ২টো দারুচিনির কাঠি, ৫-৬টি ছোট এলাচ, ৩-৪টি বড় এলাচ, ১ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ দেশি ঘি, ১/২ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন এবং ভাজার জন্য পরিমাণমতো সাদা তেল।

মাটন কাবারগাহ বানানোর সহজ পদ্ধতি:

অল্প দুধ, স্বাদমতো নুন, মৌরি গুঁড়ো, আদা ও রসুনের পাউডার, হিং ও কেশর দিয়ে মাটন ম্যারিনেট করে রাখুন। ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখলে সবচেয়ে ভাল। এরপর তেজপাতা, ছোট ও বড় এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ থেঁতো করে নিন। এই মশলাগুলো একটি সুতির কাপড়ে বেঁধে পুঁটলি বানিয়ে নিন। প্রেশারে কুকারে অল্প দুধ ঢালুন। এরপর মধ্যে মশলার পুঁটলিটা ফেলে দিন। দুধ ফুটে উঠলে এবার এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা ঢেলে দিন। প্রেশারের কুকারের ঢাকনা আটকে দিন। মাটন সেদ্ধ করার জন্য কুকারের ৩-৪টি সিটি দিয়ে দিন। এবার কুকারের ঢাকনা খুলে ফেলুন। আঁচ কমিয়ে দিয়ে মাংসটা কষতে থাকুন। পাশাপাশি একটি বাটিতে দই নিন। এতে নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো ও বেসন মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। মাংস কষা হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। কড়াইতে সাদা তেল ও ঘি গরম করুন। দই-বেসনের মিশ্রণে মাটনের পিসগুলো ডুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দিন। মুচমুচে করে মাটনগুলো ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল মাটন কাবারগাহ।

যেভাবে আপনার হার্ট অকেজো হয়ে যাচ্ছে

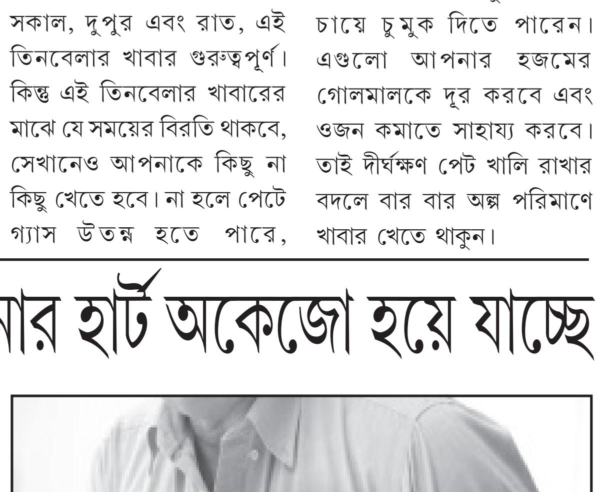

আমাদের দেশের যুবসমাজের সিংহভাগই অ্যাংজাইটি এবং মানসিক অবসাদের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। যার ফলে আত্মহত্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি, তা হলো মানসিক অবসাদ। তাই আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে স্ট্রোক ও হার্টঅ্যাটাকের মতো রোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে।

গবেষণা বলছে, মাত্রাতিরিক্ত ওজন ও স্মোকিংয়ের কারণে হার্টের যতটা ক্ষতি হয়, তার থেকেও বেশিমাত্রায় ক্ষতি মানসিক অবসাদের কারণে। তাই তো দীর্ঘ সময় ধরে কেউ চিন্তায় থাকলে বা ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হলে হঠাতকরে হার্টঅ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তবে এটা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন একটি করে অ্যাভোকাডো খেতে পারেন। ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ও স্ট্রেসকে দূরে রাখতে জাম খেতে পারেন। জামের অন্দরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে প্রবেশ করা মাত্র টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। ফলে একদিকে যেমন ক্যান্সারের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, তেমনি মনমেজাজও চাঙ্গা থাকে। মানসিক অবসাদের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে না। যাদের খুব স্ট্রেসফুল কাজ করতে হয়, তাদের প্রতিদিন একটা করে কাঁচা টমাটো খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকরা। বাঙালির বাড়িতেই এখনো প্রতিদিন মাছ রান্নার রেওয়াজ রয়েছে। যে কারণে খেয়াল করে দেখবেন ব্রেন পাওয়ারের দিক থেকে বাঙালি অনেকের থেকেই বেশ এগিয়ে রয়েছে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নারিকেলে উপকারী ফ্যাট শরীরে প্রবেশ করার পর মস্তিষ্কের অন্দরে ফিল গুড হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ব্রেন পাওয়ার এতটা বাড়িয়ে দেয় যে স্ট্রেস এবং মানসিক অবসাদের প্রকোপ কমে।

দুপুরবেলার ঘুম ভালো নাকি ক্ষতিকর

শরীরের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই দিনের বেলা একটু সময় পেলেই বিরতি নিয়ে ঘুমাতে যান। দিনের বেলা ঘুমানো ভাল না খারাপ তা নিয়ে অবশ্য নানা মত রয়েছে। আমেরিকার ব্রিগহাম অ্যান্ড উইমেনস হাসপাতালের গবেষকদের একটি দল সম্প্রতি স্পেনের মুরসিয়াতে ৩ হাজার ২৭৫ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি গবেষণা করেছেন। স্থূলতা ও মেটাবলিক সিনড্রোমের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় এটি স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে যে দিনের ঘুমের দৈর্ঘ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে এবং ভালো স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য পাওয়ার ন্যাপ খারাপ নয়। কিন্তু দুপুরের লাঞ্চের পরই যদি একটা লম্বা ঘুম দেন, তবে তা মোটেও শরীরের জন্য ভাল নয়।

রাতের ঘুম আর দিনের ঘুমের মধ্যে ফারাক রয়েছে। শরীরের বিপাকীয় কাজে প্রভাব ফেলে এই দিনের বেলায় ঘুমের অভ্যাস। বেশি ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এমনটাই মানছেন গবেষকরা। এই গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দিনে ৩০ মিনিটের বেশি ঘুমান তাদের স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা যারা দিনে ঘুমান না তাদের তুলনায় বেশি।

হামাসের সমর্থনে আলিগড়ে “ছাত্রদের” মিছিল, প্রতিক্রিয়া নেটনাগরিকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : ইস্রায়েল-ফিলিস্তানি লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে নেটনাগরিকদের সিংহভাগের সমর্থন ইস্রায়েলের দিকেই।

এ প্রসঙ্গে দীপ্তষ্য যশ লিখেছেন, “হামাসের সমর্থনে দেখলাম আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির “ছাত্ররা” মিছিল বার করেছে। মিছিলের স্লোগান, “তেরা মেরা রিস্তা কেয়া, লা ইলা হা ই ল্লা হ”। হামাসের সমর্থনে হঠাৎ মিছিল কেন? কারণ তাদের মতে হামাস বিশাল বিপ্লব করে ফেলেছে। ইজরায়েল আজ যে লড়াই লড়ছে তা আসলে মানবতা রক্ষার লড়াই। সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যত এই লড়াইয়ের উপরে নির্ভর করছে। আজ যা ইজরায়েলে হচ্ছে কাল তা আমার আপনার মাটিতে হবে যদি হামাসকে আর হামাস সমর্থক তথাকথিত “গুড” মুস লিমদের সমূলে বিনাশ না করা হয়। প্যালেস্টাইন দেশটাই ম্যাপ থেকে মুছে দেওয়া দরকার। যাতে এরপরে কেউ অন্য কোথাও “রালিভ, গালিভ, চালিভ” বলার আগে নিজের মনেই শিউরে ওঠে।এই লড়াইতে দুটো পক্ষ। একদিকে মানব সমাজ, আরেকদিকে রাক্ষস জাতি। মানবসমাজের কল্যাণেই রাক্ষসের বংশ ধ্বংস হওয়া দরকার। ইজরায়েল পুরো মানবসমাজের লড়াই একা লড়ছে।

যারা এই লড়াইয়ে ইজরায়েলের পক্ষে তারা আসলে মানবতার পূজারী, আর তাদের বিপক্ষে যারা তারা এক একটি পোটেনশিয়াল রেপিস্ট, খুনী।তাদের সভ্য সমাজে কোন জায়গা নেই।”

প্রতিক্রিয়ায় দেবশ্রী মিত্র লিখেছেন, “একটা সুশীলের মুখে আওয়াজ শুনেছো? এ বড় সত্যি কথা। লা ইলাহা এলে এরাই এদের বাড়ির মেয়েদের তাদের হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হবে। মৌসুমী সেনগুপ্ত লিখেছেন, “খুব ভয় করে এসব দেখে।”বাবান দাস লিখেছেন, “আমি পুরো সমর্থন করি ইসরাইলকে।” পার্থ কাশ্যপ চৌধুরী লিখেছেন, “আসল সমস্যা কোথায় জানেন? প্রমোদ দাশগুপ্ত, শৈলেন দাশগুপ্ত, সুভাষ চক্রবর্তী, সুজন চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য সকলেই ওপার থেকে লাথ খেয়ে এসছেন। এপারে রাজনীতির চর্চা করছেন। তারপরেও এরা ইসলামের এতবড় সমর্থক! দর-উল-ইসলাম প্রতিষ্টা করতে পরোক্ষে সাহায্য করছেন!” সমীরন দত্ত লিখেছেন, “খিলাফতের গর্ভে মুজাহিদদের ঔরসে জাত বামপন্থীদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত।”

সংলগ্ন তিন পঞ্চায়েত এলাকাকে যুক্ত করবে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : আয়তন বাড়বে কলকাতা পুরসভার আওতার। আপাতত ১৪৪টি ওয়ার্ড নিয়ে এই পুরসভা। যুক্ত হবে তিনটি সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকা।ই এম বাইপাসের পূর্বদিকে এই তিন পঞ্চায়েত এলাকায় বাসিন্দার আনুমানিক সংখ্যা কয়েক হাজার।

কলকাতা পুরসভা আগে ছিল মোট ১০০টি ওয়ার্ড নিয়ে। গত শতকের শেষদিকে যাদবপুর, বেহালা ও গার্ডেনরিচের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে তৈরি হয় ৪১টি ওয়ার্ড। এখন এই ১৪১টি ওয়ার্ডের আয়তন ২০৬ বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ২৪,২৫২। সপ্তাহে কাজের দিনগুলোয় প্রায় ৬০ হাজার লোক প্রতিদিন বাইড়ে থেকে আসেন এ শহরে।

যে তিন অঞ্চল কলকাতা পুরসভার সঙ্গে পুক্ত করা হবে, সেগুলো হল মুকুন্দপুর, জগতিপোতা এবং ভগবানপুর। আগে এইসব এলাকা ছিল মূলত চাষের জায়গা এবং ভেড়ি। বেশ কয়েক বছর ধরে তৈরি হয়েছে অনেক বাড়িঘর। কিন্তু রাস্তাঘাট, নিকাশি ও আলোব্যবস্থা যথেষ্ঠ উন্নত নয়।

পুরসভার এক আধিকারিক জানান, বাইপাসের ওপর দিয়ে মেট্রো রেলের লাইন তৈরি হয়ে গিয়েছে। ফলে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়ি। গোটা তল্লাট পুরসভার আওতায় এনে পরিকল্পিত উন্নয়ন করলে একদিকে ভবিষ্যতে নাগরিক পরিষেবার দিক থেকে সুবিধা হবে। অন্যদিকে, বছরে পুরকর আদায় হবে ১০-১২ কোটি টাকা।

পদ্মা সেতুতে রেল পথের উদ্বোধন করলেন শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১০ অক্টোবর (হি.স.): পদ্মা সেতুতে বাসের পরে এবার শুরু হল রেল চলাচল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ হল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১১টায় মাওয়া রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছান। এরপর প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শেষে বেলা ১২টা ২৩ মিনিটে (স্থানীয় সময়) মাওয়া রেলওয়ে স্টেশন প্রান্ত থেকে বহুল কাঙ্ক্ষিত এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এর ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গতিতে ঘণ্টায় প্রায় ১২০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন ছুটবে ৮২ কিলোমিটারের এ পথে।

২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি শুরু হওয়া এ প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। ঢাকা-ভাঙ্গা অংশ মঙ্গলবার উদ্বোধন হলেও যশোর পর্যন্ত চালু হবে ২০২৪ সালের ৩০ জুন। রেল কর্মকর্তারা বলছেন, শুরুতে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিনটি স্টেশন- মাওয়া, পদ্মা (জাজিরা) ও শিবচরে ট্রেন থামার ব্যবস্থা থাকছে। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন চালানো হয়।

পরের দিন চালানো হয় মালবাহী ট্রেন। এরই মধ্যে ১২০ কিলোমিটার গতিতেও এ রুটে ট্রেন চালানো হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি।

তালাবন্ধ ঘর থেকে বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : কলকাতার মুচিপাড়া এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। যে ঘর থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেটি তালাবন্ধ ছিল বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম শিখা মুখোপাধ্যায় (৭০)। পুত্র অভিষেক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুচিপাড়ার ওই বাড়িতে থাকতেন বৃদ্ধা। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, মানসিক ভাবে স্বাভাবিক ছিলেন না বৃদ্ধা। তাঁর পুত্রেরও মানসিক সমস্যা রয়েছে। ফলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশাও ছিল না ওঁদের দু’জনের।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে পাড়ায় বেরোতেন বৃদ্ধা। কিন্তু স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, গত ৩-৪ দিন ধরে বৃদ্ধাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। বাড়ি থেকে কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার রাতের দিকে স্থানীয়রা এলাকায় পচা এবং কট গন্ধ পাচ্ছিলেন। কোথা থেকে আসছে, তা খোঁজ করতেই তাঁরা দেখেন, গন্ধটা আসছে বৃদ্ধার বাড়ি থেকে। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয়। পুলিশকেও খবরও দেন স্থানীয়রা। সোমবার গভীর রাতে পুলিশ এসে বৃদ্ধার বাড়িতে দরজা ভেঙে ঢোকে। বাড়ির এক তলার কোনায় তালাবন্ধ একটি ঘর দেখতে পায় তারা। গন্ধ আসছিল সেই ঘর থেকেই। তালা ভাঙতেই মেঝেতে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। পচন ধরে গিয়েছিল সেই দেহে।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই পুলিশ জানতে পারে, বৃদ্ধার পুত্রের নাম। এর পর তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির অন্য একটি ঘর থেকে অভিষেককে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর কাছে নাম, পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল তা-ও জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু মায়ের পরিচয় ছাড়া অভিষেক আরও কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গোলকগঞ্জে গরু পাচারের অভিযোগে জনতার হাতে ভাঙচুর দামি গাড়ি

ধুবড়ি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গোলকগঞ্জের আগমনিতে টহলদারি পুলিশের সামনে উত্তেজিত জনতা একটি চার চাকার দামি গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছেন। ওই গাড়ি থেকে একটি গরু পাচার করা হচ্ছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা গোলকগঞ্জের আগমনিতে গতকাল সোমবার মধ্যরাতে সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধুবড়িগামী এএস ০১ এটি ৮২৩৫ নম্বরের একটি দামি চার চাকার গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। স্থানীয়রা গাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন গাড়িটির পিছনের সিটে চার পা বাঁধা অবস্থায় একটি পূর্ণবয়স্ক গরুকে শুইয়ে পাচার করা হচ্ছে। তা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন জনতা। গরু পাচারের অভিযোগে গাড়িতে ভাঙচুর করেন তাঁরা। পরে পুলিশ গরুটিকে উদ্ধার করে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

বন্দে ভারত ও প্ল্যাটফর্মের ফাঁকে আটকে যাত্রী, কোনওক্রমে রক্ষা

হাওড়া, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও ৬টা ১০ মিনিটে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের ২১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে হাওড়া পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ছাড়ার কথা ছিল। সেই মতো ট্রেনটি পুরীর উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে দাঁড়িয়েছিল প্লাটফর্মে।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় ৬টা ১০ নাগাদ ট্রেনটি যখন প্লাটফর্ম ছাড়ে সেই সময় কর্তব্যরত আর পি এফ কর্মীরা লক্ষ্য করেন একজন যাত্রী লাগেজ হাতে দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছেন। হঠাৎই ওই যাত্রী ওঠার সময় পা পিছলে প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের ফাঁকে পড়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান আরপিএফ ইন্সপেক্টর বিনোদ কুমার চৌধুরী। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহত যাত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠান। এখন সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন বলে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে না ওঠার জন্য রেল থেকে বারবারেই যাত্রীদের সতর্ক করা। তা সত্ত্বেও একশ্রেণীর যাত্রীদের হুশ ফিরছে না। আর সেই কারণেই দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করছেন রেলের আধিকারিকরা। যাত্রীদের অসচেতনতার কারণে উদ্বিগ্ন রেল কর্তৃপক্ষও।

উত্তরাখন্ডে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু যুবকের

গুপ্তকাশী, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরাখন্ডের অগস্ত্যমুনি সিল্লির কাছে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার খবর পাওয়ার সাথে সাথে এএসআই হরিশ বাঙ্গারির নেতৃত্বে এসডিআরএফ টিম উদ্ধার সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয়। উদ্ধারকারী দল খাদ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করে।

জানা গেছে, মায়কোটির এক যুবক নবীন গাড়িতে করে তিলওয়াড়া থেকে অগস্ত্যমুনির দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও এসডিআরএফের দল। এসডিআরএফ দল জানিয়েছে, তিলওয়াড়া থেকে অগস্ত্যমুনির দিকে যাওয়ার সময় যুবকের গাড়িটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় যার কারণে ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। উদ্ধারকারী দল ২০ মিটার খাদে নেমে যুবকের দেহ উদ্ধার করে। দেহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিশ্বনাথের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম তিনটি বসতবাড়ি

বিশ্বনাথ (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলা সদর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনটি বসতবাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভস্ম হয়ে গেছে। শর্ট সার্কিটের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা প্রায় দশটা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক পাপু বাল্মিকির ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। চোখের নিমেষে আগুনের লেলিহান শিখা কিষাণ বাসফ এবং সঞ্জু বাল্মিকির ঘরে ছড়ি পড়ে। এরই মধ্যে দু-দুটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে আগুন।

ইত্যবসরে খবর পেয়ে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘণ্টা-খানেকর মধ্যে দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও অগ্নিকাণ্ডে পাপু বাল্মিকি, কিষাণ বাসফর এবং সঞ্জু বাল্মিকির বসতঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্ম হয়ে গেছে।

অবিরাম ভাবনার ভাঙাগড়া চিন্তা থেকেই বেহালা আদর্শপল্লীর পুজো

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বেহালা আদর্শপল্লীর পুজো এই বছর পা দিল ৬৬ বর্ষে। এই পুজোর ঠাকুর তৈরি হয় মণ্ডপে। অবিরাম ভাবনার ভাঙাগড়া চিন্তা থেকেই এমন থিমকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তাঁরা। তাদের পুজোর এ বছরের থিম ‘বাংলার লোকশিল্প’। বেহালা আদর্শপল্লী-র জনসংযোগ আধিকারিক সায়ন্তন ঘোষ জানালেন, ‘যে হারে বাংলার মানুষ লোকশিল্প ও তার ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলছে, তা খুব উদ্বেগজনক। আমরা সেই জায়গা দাঁড়িয়ে বাংলার ইতিহাসের ঐতিহ্য রক্ষা করতে এ বারের থিম বেছেছি। এই বছরের মণ্ডপ সাজছে ডোকরার সাজে।”

প্রথম দিকে সাবেকি পুজো হলেও ১৯৯৮ সাল থেকে এঁরা থিম পুজোর ধারায় এসে পড়েছেন। তার পর থেকে প্রত্যেক বছরই তাঁদের পুজোয় কোনও না কোনও নতুন চমক থাকে, এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়।

সায়ন্তনবাবু জানালেন, প্রতিমা তৈরি প্রায় শেষের পথে। মণ্ডপ গড়ে তোলার কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। ১৬৫, বেহালা রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৩৪ এই ঠিকানার এমন দুর্গাপুজো দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ সাড়া ফেলেছে বেশ ক’বছর ধরে।

আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৪০০০ পার

কাবুল, ১০ অক্টোবর (হি.স.): ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন চার হাজারের উপর মানুষ। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে প্রায় দুই হাজার বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ২০টি গ্রাম।আফগানিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র মুল্লা সাইক কাবুলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, “এখনও অবধি যা পরিসংখ্যান, এই ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজারের উপর মানুষ। আমাদের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০টি গ্রামের ২ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।”উল্লেখ্য, গত শনিবার সকালে পর পর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কাবুলিওয়ালার দেশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হেরাত প্রদেশ থেকে ৪০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে ৩৫টি উদ্ধারকারী দলের প্রায় হাজার জন উদ্ধারকার্য্যে নেমেছেন। বিপর্যয় বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে দুর্গম এলাকাগুলোতে উদ্ধার কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে তাঁদের। হতাহতের সঙ্গে আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

টোটোচালকদের মিছিলে স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ থেকে মধ্য কলকাতা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি. স.) : রুট ভেঙে অটো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ১১টার কিছু পর থেকেই হাজার হাজার টোটোচালক এবং মোটর ভ্যান চালকের মিছিল বার হয়। বন্ধ হয়ে যায় ব্রাবোর্ন রোড।

দিনের ব্যস্ত সময়ে হঠাৎই থমকে যায় হাওড়া ব্রিজ থেকে মধ্য কলকাতার বিস্তৃত এলাকা। ফলে বন্ধ হয়ে যায় কলকাতায় প্রবেশের অধিকাংশ রাস্তা। শহরতলি থেকে কলকাতার ঢোকার মূল প্রবেশপথ এই হাওড়া ব্রিজ। তার পরেই বড়বাজার এবং ব্রাবোর্ন রোড।

টোটোচালকদের মিছিল সেই হাওড়া ব্রিজ হয়েই ব্রাবোর্ন রোড ফ্লাই ওভার ধরে এগোতে শুরু করে। যার ফলে হাওড়ায় আসার গাড়ি আটকে যায় ব্রাবোর্ন রোডে। হাওড়া ব্রিজেও সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাস, ট্যাক্সি, অন্যান্য গাড়ি। একে পুজোর বাজার করার ভিড়, তার উপর অনেকে কর্মস্থলেও যান এই সময়ে। মিছিলের জন্য হওয়া তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

হাওড়া ব্রিজ ধরে চলা ওই টোটোচালকদের মিছিলে রয়েছেন কম করে ১৫-১৬ হাজার মানুষ। প্রত্যেকেই হয় টোটো চালক নয়তো মোটর ভ্যান চালক। সরকারি লাইসেন্স এবং জাতীয় সড়কে গাড়ি চালানোর অনুমতি মূলত এই দুই দাবি নিয়েই মঙ্গলবার পথে নেমেছে তারা। গন্তব্য পরিবহণ ভবন। মিছিলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘পরিবহণ ভবন চলো’ অভিযান।

এ বার মেলাবন্ধন ঘটাবে তালতলার পুজোয়

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ‘মেলাবন্ধন” শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে এক আবেগ। থিমে তুলে ধরা হচ্ছে লোকশিল্পের ক্রেতা ও বিক্রেতার নিবিড় বন্ধন ও যোগাযোগের কাহিনি। উদ্দেশ্য, শিল্পীদের কঠোর সংগ্রামের ইতিহাসকে স্বীকৃতি জানানো।

বাংলার পটচিত্র, গম্ভীরা মুখোশ, ঘূর্ণি পুতুল, নতুন গ্রামের কাঠপুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, মুর্শিদাবাদের মাটির পুতুল, দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশ এবং হাতে বানানো গহনা-- যুগের পর যুগ বাংলার আনাচকানাচে লুকিয়ে থাকা শিল্পকলা আজ বিপন্ন। তাদের দিকেই ভরসার হাত বাড়িয়ে দিতে চায় এই পুজো।

পুজোর সম্পাদক যুগজিৎ মণ্ডলের কথায়, ”আমাদের এখানে পুজোর সময়ে সাত-আট দিন ধরে মেলা হয়। সেই মেলাকে কেন্দ্র করেই আমাদের এ বছরের মণ্ডপসজ্জা। শিল্পীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসবেন মণ্ডপে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন এবং অনান্য নানা জায়গা থেকে আসা শিল্পীরা তাঁদের তৈরি জিনিস বিক্রি করবেন। পিছিয়ে পড়া মানুষদের তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রয়াস।“

লেনিন সরণি এবং এস এন ব্যানার্জি রোডের সংযোগস্থলেই এই পুজা মণ্ডপ থিমশিল্পী - শুভদীপ এবং সুমি মজুমদার। প্রতিমাশিল্পী - অভিষেক ভট্টাচার্য্য। বাংলার পটচিত্র, গম্ভীরা মুখোশ, ঘূর্ণি পুতুল, নতুন গ্রামের কাঠপুতুল, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, মুর্শিদাবাদের মাটির পুতুল, দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশ এবং হাতে বানানো গহনা--

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় দুর্ঘটনা, খাদে গাড়ি পড়ে নিহত ১

পুরুলিয়া, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। বেড়াতে গিয়ে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল একজনের। মৃত ব্যক্তি গাড়ির চালক বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। খাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে গাড়িটি। তদন্তে নেমেছে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭ টা নাগাদ অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার পথে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে যায়। প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় গাড়ি উদ্ধার করে বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার একজন। পুলিশ জানাচ্ছে, তিনি সম্ভবত চালক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ি থেকে একজন মহিলার একটি আধার কার্ডের ফটোকপি উদ্ধার হয়েছে। গাড়ির নম্বরপ্লেট ওড়িশার। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সকালে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। ক্রেন নিয়ে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। খাদ থেকে গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাতে যিনি ছিলেন, তিনি মৃত। এটা নিছকই দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভারতে সক্রিয় রোগী ফের নিম্নমুখী, ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত ২৬ জন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৩৭ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন

যুদ্ধের উত্তাপ নয়াদিল্লিতে, ইজরায়েলের দূতাবাসে বাড়ল নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : হামাস বাহিনীর সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধের জেরে নয়াদিল্লির ইজরায়েলের দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। পাশাপাশি ইহুদিদের ধর্মাচরণ পরিচালনার কেন্দ্র, চাবাদ হাউসেরও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক এবিষয়টি জানিয়েছেন। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী ও ফিলিস্তিনি জঙ্গি সংগঠন হামাসের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপর থেকে গাজায় চলছে একের পর এক বিমান হামলা। এই সংঘর্ষের জেরেই রাজধানীতে ইজরায়েলের দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি ইহুদিদের ধর্মাচরণ কেন্দ্র, চাবাদ হাউসের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। ইজরায়েলের দূতাবাস ও মধ্য দিল্লির চাঁদনি চকে অবস্থিত চাবাদ হাউসে নজরদারি বাড়াতে ও অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলি দূতাবাসে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

শনিবার প্রথমে ফিলিস্তিনি জঙ্গি সংগঠন হামাস ইজরায়েলে ৫০০০টি রকেট ছোড়ে। এছাড়া সীমান্ত পেরিয়ে দেশটির বিভিন্ন শহরে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালায়। বাড়িতে ঢুকে সাধারণ মানুষকে অপহরণও করে। হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি হামাসকে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করে অন্যান্য দেশের সমর্থন চান। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ অনেক দেশই ইজরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছে। ভারতও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, হামাসের হামলার পাল্টা হিসেবে গাজায় ইজরায়েলের বিমান হামলা জারি আছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট সোমবার গাজা উপত্যকায় ‘সম্পূর্ণ অবরোধ’ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সংঘর্ষে ইজরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি মিলে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ জন নিহত হয়েছেন। আহত ২ হাজারের বেশি।

সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে ত্রিশক্তি অভিযান ভারতীয় সেনার

গ্যাংটক, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য ত্রিশক্তি অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনা। আবহাওয়া অনুকূলে আসার পর শুরু হওয়া উদ্ধারের প্রথম দিনে সোমবার ৩৫০ জনেরও বেশি পর্যটক ও স্থানীয় মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে একটি সেনা হেলিকপ্টার উত্তর সিকিমের লাচেন থেকে ১৮ জনকে সরিয়ে মাঙ্গানের রিঙ্গিম হেলিপ্যাডে অবতরণ করে। এর মধ্যে দুজন শ্রমিকও রয়েছেন। লাচেন থেকে আটকে পড়া লোকদের রাজধানী গ্যাংটকের লিভিং-এর সেনা হেলিপ্যাডে নিয়ে আসা হয়েছে। লাচেন থেকে ছয় শিশুসহ ৭৬ জনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উত্তর সিকিমের লাচুং-এ আটকে পড়া পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজও করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে, একটি সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার লাচুং থেকে দুই স্থানীয়সহ ১৭ জন পর্যটককে সরিয়ে পাকিমের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে অবতরণ করে। রাজ্য পরিবহণ দফতর এই লোকদের তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরের বাইরে এনএসটি বাসের ব্যবস্থা করেছে।

প্রসঙ্গত, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হ্রদ ভেঙে তিস্তার হড়পা বানে সিকিমের চারটি জেলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়। বন্যার কারণে অনেক সেতু ও রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ফলে উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং এবং চুংথাং ভ্রমণকারী পর্যটকরা আটকে পড়েন। সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতীয় সেনার ২৩ জন জওয়ান নিখোঁজ হয়েছিলেন। এর মধ্যে ১ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ৪ অক্টোবর ৮ জওয়ানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। ওই ঘটনায় সেনার প্রচুর অস্ত্রও ভেসে গিয়েছিল। সেগুলির একাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখন যাঁরা আটকে আছেন, তাঁদের উদ্ধারে কোনও খামতি রাখছে না সেনা।

আপ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানের দিল্লির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান ইডির

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : আপ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানের দিল্লির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অর্থ তছরুপের মামলার তদন্তেই মঙ্গলবার সকালে আমানাতুল্লাহ খানের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

৪৯ বছর বয়সি আমানাতুল্লাহ খান দিল্লির ওখলা কেন্দ্রের বিধায়ক। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদেও রয়েছেন তিনি। চেয়ারম্যান থাকার ক্ষমতাবলেই দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের অবৈধ নিয়োগ মামলার সঙ্গে আমানাতুল্লাহ খান জড়িত বলে অভিযোগ। তিনি সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে, সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে ৩২ জনকে অবৈধভাবে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডে অবৈধ নিয়োগের সঙ্গে আমানাতুল্লাহ খান জড়িত রয়েছে বলে দিল্লি দুর্নীতি-বিরোধী ব্যুরো এবং সিবিআইয়ের কাছে এফআইআর জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আমানাতুল্লাহ খানের বাড়িতে এদিন হানা দিলেন ইডি আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত, দিল্লি আবগারি দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত বুধবারই আপ নেতা তথা রাজ্যসভার বিধায়ক সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতার করেছে ইডি।

ব্রাউন সুগারসহ আটক মহিলা পাচারকারী

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং মাটিগাড়া থানা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে শিলিগুড়ি থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত মহিলার নাম লক্ষ্মী মন্ডল। সে মালদার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ব্যাগে করে ব্রাউন সুগার নিয়ে মাটিগাড়া বিশ্ব কলোনিতে গিয়েছিল লক্ষ্মী মণ্ডল। এসওজি এই গোপন তথ্য পেয়ে মাটিগাড়া থানার সহায়তায় বাইপাস মোড়ে অভিযান চালিয়ে ওই মহিলাকে আটক করে। মহিলার ব্যাগ তল্লাশি করে তা থেকে ৩৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে।

নোয়াখালী দিবস স্মরণ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : নোয়াখালী দিবসে হিন্দুদের ঘুড়ে দাঁড়ানোর আবেদন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “আজ ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সালে এই দিনটা অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালী জেলার ২০ু হিন্দুর পক্ষে চরম সর্বনাশের দিন। গোলাম সারোয়ার নামক এক শয়তানের নেতৃত্বে সেদিন মুসলমানেরা ‘মালাউনের রক্ত চাই’ বলে চিৎকার করে বেরিয়ে পড়েছিল।অগণিত হিন্দু হত্যা, ধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ শুরু হয়েছিল সেদিন!“এর আগে তিনি লিখেছেন,“মোহনদাস গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও বামপন্থীদের ভণ্ডামি ও তত্ব এমনভাবে হিন্দুদের এক বৃহদংশের মনের মধ্যে কেটে বসে গেছে যে এরা চোখের সামনে নিজের মা-বোনকে ধর্ষিতা বা নিহত হতে দেখলেও বলবে, “না, না ! এক কথায় ওদের অপরাধী বলে দেগে দেওয়া যায় না ! ওদের দিকটাও তো শুনতে হবে”! প্রসঙ্গত, পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় স্থানীয়দের দ্বারা

শান্তিরবাজারে ডাক কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। ইন্ডিয়া পোষ্ট অফিসের বিভিন্ন পরিষেবানিয়ে মূলত আজকের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠীত করাহয়। পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, গোমতী জেলা ও দক্ষিন জেলা এই চার জোলাকে কেন্দ্র করে আজকের এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত করাহয়। প্রদীপ প্রজ্বলনেরমধ্যদিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের সি ই ও তথা শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ, এ এস পি আগরতলা ডিভিশান বিশ্বজিৎ দেবনাথ, এস ডি এ শান্তির বাজার অরিন্দম চক্রবর্তী , এস পি এম শান্তির বাজার কয়াকচান ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়ের জন্য কি কি স্কীম রয়েছে এবং লোকজনে চিটফান্ডের প্রতারনার স্বীকার যাতে নাহয় তার জন্য পোষ্ট অফিসে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন স্কীম সম্পর্কে সকলকে অবগত করাহয়। এছারা পোষ্ট অফিসের পক্ষথেকে বিভিন্ন স্কীম সম্পর্কে লোকজনদের জানানোর জন্য ষ্টল খোলাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রকরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন এ এস পি আগরতলা ডিভিশান বিশ্বজিৎ দেবনাথ।

ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

১৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক এক বি'প্তিতে জানিয়েছেন, গত ৯ অক্টোবর থেকে এই ঘটনায় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য আত্মীয় পরিজন সহ কারোর কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিপিবদ্ধ করা যাবে। উল্লেখ্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অরুন্ধতীনগর পুলিশ থানার অন্তর্গত ক্যাম্পেরবাজারের নন্দীটিলার বাসিন্দা মৃত হরচন্দ্র দাসের পুত্র বাবুল দাসের বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দী থাকা অবস্থায় গত ২৯ আগস্ট, ২০২৩ দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

আক্রান্ত জামাই

● আটের পাতার পর

মারপিট চালায়। যার ফলে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। এমনকি তার থেকে নগদ অর্থ একলক্ষ টাকা ওরা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরবর্তী সময় এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় শেখ ফরিদ আলমকে উদ্ধার করে তার পরিবারের লোকেরা এবং উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাশহর থানায় মামাশশুর সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শেখ ফরিদ আলমের পিতা সুরুজ আলী। ন্যায্য বিচারের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় শেখ ফরিদ আলমের পরিবার। অন্যদিকে শেখ ফরিদ আলমের পরিবার রুজিনা বেগমকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে রোজিনা বেগমকে শেখ ফরিদ আলমের বাড়িতে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয় রোজিনা বেগমের পরিবারের লোকেরা। এখন দেখার বিষয় হলো পুলিশ প্রশাসন তদন্তক্রমে কি ভূমিকা গ্রহণ করে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনিয়ায় রেশন ডিলারদের নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ অক্টোবর।। মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় বিলোনিয়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মহকুমা শাসক রতন ভূমিকের পৌরহিত্যে বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত সকল রেশন ডিলারদের নিয়ে এবং খাদ্য দপ্তরের সকল কর্মচারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বৈঠক,আসন্ন শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সরকারের খাদ্য দপ্তর দুর্গাপূজা স্পেশাল প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, খাদ্য দপ্তরের আদেশ মূলে মহকুমার অন্তর্গত সকল ডিলারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আজকের এই বৈঠক,রাজ্য সরকার দুর্গাপূজার স্পেশাল প্যাকেজে ভোক্তাদের জন্য প্রতি রেশন কার্ড পিছু এক লিটার সরিষার তেল, ১ কেজি মসুর ডাল, এক কেজি চিনি ২ কেজি ময়দা ,৫০০ গ্রাম সুজি, এবং মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম আটার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন,এই সকল সামগ্রী গুলি খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে একটি ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে দেওয়া হবে, রাজ্যের ২০৫৬টি রেশন দোকানে এই সকল খাদ্য সামগ্রী সঠিকভাবে বন্টনের লক্ষ্যে এবং একইভাবে বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত সকল রেশন ডিলারদের মাধ্যমে ভোক্তারা যাতে এইসকল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেন এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আজকের মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়,মহকুমা শাসক এই বিষয় গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ডিলারদের সামনে, ডিলারাও তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন মহকুমা শাসকের সাথে, মহকুমা শাসক এই বৈঠক থেকে আশা রাখছেন রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের পুজো স্পেশাল প্যাকেজের অন্তর্গত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী গুলি সঠিকভাবে বন্টনের ক্ষেত্রে বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত রেশন ডিলারগন সর্বতভাবে সহযোগিতা করবেন এবং তাতে ভোক্তাদের ও সহযোগিতা কামনা করেন,আজকের এই বৈঠকে ঘিরে বিলোনিয়া মহকুমা এলাকার সকল রেশন ডিলারের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

পরিষেবা ১৫ই

● প্রথম পাতার পর

এক্সপ্রেসকে সাব্রুম পৌছে দেওয়া যাবে। মঙ্গলবার আগরতলা-সাব্রুম রেল লাইন পর্যবেক্ষন শেষে একথা বলেন পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সহ রেলওয়ের এক উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় ভারত - বাংলাদেশ দু'দেশের জনগণের বহুল কাঙ্খিত আখাউড়া- আগরতলা রেল লিঙ্কের নতুন রেলপথের কাজের অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সহ রাজ্যের রেল যোগাযোগ ও পরিষেবার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। আসন্ন দুর্গাপূজার আগে আগরতলা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত লোকমান্য তিলক- কামাক্ষা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার বিষয়টি নিয়েও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। আজকের এই আলোচনা পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনএফ রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক বিবেক শ্রীবাস্তব, প্রভাস দানসানা, সন্দীপ শর্মা, সীতারাম সিঙ্কু, বিজয় মিশ্র, কে আরুল জোথি, প্রেম রঞ্জন কুমার, শুভেন্দু চৌধুরী, সিতেশ দাস, সব্যসাচী দে সহ ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী।

এদিন তাঁর নেতৃত্বে রেল দপ্তরের এক প্রতিনিধি দলও সাব্রুম সফরে আসেন। এদিন তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন বিএসএফের ৯৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট অরুণ পন, সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডি সি এম নকুল পাল প্রমূখ।

আজ সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সাব্রুম রেল স্টেশনে পদার্পণ করেন। এদিন তিনি খতিয়ে দেখেন সাব্রুমের রেল স্টেশনের সর্বাঙ্গীণ পরিকাঠামো। সাব্রুম রেলস্টেশনে কর্মসূচি শেষ করে স্টেশনের রানিং রুমের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব।

এরপর তিনি আনুমানিক নয়টা নাগাদ সাব্রুমে ভারত বাংলা মৈত্রী সেতু সংলগ্ন আইসিপি স্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে বিএসএফের ৯৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট অরুণ পন ভারত বাংলা মৈত্রী সেতু এবং নির্মীয়মান আইসিপি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে সাব্রুম পৌছে দেওয়া যাবে। আর এই বিষয়টি কেন্দ্র করে রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণের কাজ, রাস্তার মেরামতি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং গুণগত মান খতিয়ে দেখতেই এই সফর বলে জানান তিনি। এছাড়াও সাব্রুমের নির্মীয়মান আই সি পি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত করার বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন উক্ত পরিদর্শন কর্মসূচিতে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তার সমৃদ্ধ সংস্ক'তির মাধ্যমে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলি প্রাক'তিক সম্পদে পরিপূর্ণ। সেই সাথে রয়েছে অসংখ্য পরিবেশগত হটস্পট। তিনি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ অ'লের বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ সাংস্ক'তিক, জাতিগত, পরিবেশগত এবং প্রাক'তিক সম্পদের উপর দৃষ্টি রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ভোক্যাল ফর লোক্যাল' নীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী স্থিতিশীল মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বা'লের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সহ উত্তর-পূর্বা'লের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের ঐতিহ্যগত সমৃদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্বেদ আমাদের বনের কোলে বেড়ে উঠেছে। ত্রিপুরায় অনেক বনা'ল রয়েছে। এই বনা'লে মূল্যবান অনেক ভেষজ উদ্ভিদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই হয়তো একদিন এই মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে বহু বিশ্ব সম্মেলনে ভারত তথাকথিত উন্নত দেশগুলির দ্বারা নির্দেশিত হত। যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ গ্লোবাল ফোরামে আমাদের আওয়াজ তোলা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতের মর্যাদা ক্রমশ বাড়ছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টি, অবিরাম প্রচেষ্টা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য। এখন ভারত যেকোনও গ্লোবাল ফোরামে গর্বিত ও স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেল গঠিত হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই সম্মেলন ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরী করবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্গালুরুর অশোকা ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকোলজি এণ্ড এনভাইরনমেন্ট প্রতিষ্ঠানের প্রফেসর একলব্য শর্মা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি'ান বিভাগের ডিন প্রফেসর বাদল কুমার দত্ত, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ডিন প্রফেসর শ্যামল দাস, সম্মেলনের আহ্বায়ক ড. সপ্তর্ষি মিত্র। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের ডিরেক্টর প্রফেসর অজয় ক'ষ্ণ সাহা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা।

গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

হলে যে কোন সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে বলেও বিভিন্ন মহল থেকে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সিআইডি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে কলকাতায় মিছিল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : সিআইডি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে ফের গর্জে উঠেছে কামদুনি। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে মেয়ো রোড পর্যন্ত হল মিছিল।হাড়হিম করা ঘটনার স্মৃতি কামদুনিকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেরিয়েছে। আর এক দশক পর যখন, ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে, ২ দোষীকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত, কামদুনির বুকে আবার জ্বলে উঠেছে প্রতিবাদের আগুন। মঙ্গলবার ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে গাঁধী মূর্তি পর্যন্ত মিছিলে কামদুনির প্রতিবাদীদের সঙ্গে পা মেলালেন নামমাত্র বিশিষ্ট। দেখা গেল না বেশিরভাগকেই। পতাকা দূরে সরিয়ে হাঁটলেন বাম-কংগ্রেস নেতারাও। এ ব্যাপারে তৃণমূল-ঘেষা এক বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য, কামদুনির রায় চ্যালেঞ্জ করে এবং ধর্ষণ-খুন মামলায় অভিযুক্তদের জেলমুক্তি রুখতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশের আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। " রাজ্যের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল আইনজীবী হয়েছেন কপিল সিব্বলের। নোটিস জারি সর্বোচ্চ আদালতের, ৭ দিন পর ফের শুনানি। তাই এই রায়ের ব্যাপারে রাজ্যের কিছু করার নেই।

"মমতার পুলিশ ধর্ষকদের সুরক্ষা দেয়", কামদুনিতে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : "প্রমাণ হয়ে গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যারের সরকার, তাঁর পুলিশ ধর্ষকদের সুরক্ষা দেয়।' কামদুনি নিয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিল থেকে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।মঙ্গলবার বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিলে বিরোধী দলনেতা যোগ দিতে যাওয়ার আগেই পতাকা-যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় কামদুনিতে। সকালে গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় তৃণমূলের পতাকায়। বেলার দকে পাল্টা পতাকা লাগানোর কাজ শুরু করে বিজেপি।

.াজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার ডাকে এদিন কামদুনিতে মিছিল হয়। তাতে যোগ দিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধী দলনেতা।তিনি বললেন, 'মৌসুমী, টুম্পা বা বাকিদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়নি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু যারা ধর্ষক তাদের বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্টিং হয়েছে। তাদের বাড়ির সামনে পুলিশের মোতায়েন হয়েছে। যাতে তারা সুরক্ষিত থাকে। প্রমাণ হয়ে গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, তাঁর পুলিশ ধর্ষকদের সুরক্ষা দেয়।

বিজেপির এই মহিলা মোর্চা আজকের এই আন্দোলন নয়, আগেও সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এখানে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। আজ আমরা হেঁটে গেলাম। গতকাল আমরা পরিবারের সঙ্গে এবং যাঁরা প্রতিবাদী নারী মৌসুমী-টুম্পার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের এসএলপির উপর নির্ভর না করে, তাঁরা যদি সুপ্রিম কোর্টে যান, তাহলে বিজেপি, বিরোধী দলনেতা আমরা সর্বোচ্চ দুই ব্যারিস্টারের নাম আমাদের দিয়েছেন। আমরা তাঁদেরই ব্যবস্থা করেছি। আমরা নিশ্চিত উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে এই ধর্ষকরা সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমাদের যে বোনটিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।'কামদুনিতে নাঙ্গলপোতা থেকে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিলে বিরোধী দলনেতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র।এদিকে, খর্ব হচ্ছে গোপনীয়তার অধিকার, সংবিধান মেনে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। এমন আর্জি নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা।

তাঁর দাবি, অর্ধ সত্য খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তার জেরে মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে তাঁর ও তাঁর পরিবারের। এই দাবি করেই রক্ষাকবচ চাইছেন রুজিরা। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই দাবি করেছে, রুজিরা নিজেকে থাইল্যান্ডের নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধান মেনে তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব নয় বলে সওয়াল করে সিবিআই।

সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্লদ্বল ভট্টাচার্য্য মঙ্গলবার প্রশ্ন তোলেন, সংবিধানের ধারা কি একজন বিদেশিকে সত্যিই এই অধিকার দেয়? তিনি উল্লেখ করেন, অভিষেকের স্ত্রী বিদেশি, থাইল্যান্ডের বাসিন্দা। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে রুজিরার আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা নেই।বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনও নির্দেশ দেওয়া যায় না। কাল কী হবে সেটা আজ থেকে অনুমান করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বিচারপতি উল্লেখ করেছেন, এগুলো রাজনৈতিক অপপ্রচার হতে পারে, আদালত এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। 'মানহানির মামলা করতে পারতেন' বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতি। বুধবার ফের এই মামলার শুনানি।

ব্যাথায় কাবু অর্পিতার দাঁতের দিকে নজর দিতে কারা-কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ বিচারকের

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁর মামলার শুনানি ছিল কলকাতার নগর দায়রা আদালতে। সেখানেই বিচারককে নিজের অসুস্থতার কথা জানালেন অর্পিতা। বিচারককে বললেন, "জেলে চিকিৎসা হলেও যন্ত্রণার উপশম পুরোপুরি হচ্ছে না।" যা শুনে জেল কর্তৃপক্ষের জবাব চাইলেন বিচারপতি। দিলেন বিশেষ নির্দেশও।মঙ্গলবার শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলার শুনানি ছিল আদালতে। এই মামলায় গত বছর জুলাই মাসে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতাকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। অর্পিতার দু'টি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকার নোট। উদ্ধার হয় বহুমূল্য সোনার গয়নাও।তার পর থেকে এক বছর দু'মাস কেটে গিয়েছে। এখনও জেলেই পার্থ-অর্পিতা। তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়নি কোনও আদালতেই। তবে নিয়মমাফিক শুনানি হয়েছে। মঙ্গলবারও তেমনই শুনানি ছিল পার্থ এবং অর্পিতা।ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেল থেকে আদালতে হাজিরা দেন অর্পিতা। সেখানে বিচারকের সঙ্গে তাঁর নাতিদীর্ঘ একটি কথোপকথন হয়।

বিচারক বলেন, আপনার কি কিছু বলার আছে? অর্পিতার জবাব, " আমি অসুস্থ। দাঁতে ব্যথা হচ্ছে। জেলে চিকিৎসা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু পুরোপুরি ব্যথার উপশম হচ্ছে না।"র পরেই জেল কর্তৃপক্ষকে অর্পিতার চিকিৎসা নিয়ে প্রশ্ন করেন বিচারক এবং বলেন, "দরকার হলে উনি বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। জেল কর্তৃপক্ষই তার ব্যবস্থা করবে।"

ইজরায়েলের জমিতে খতম ১৫০০ হামাস জঙ্গি, দাবি তেল আভিভের

জেরুজালেম, ১০ অক্টোবর (হি. স.) : প্রায় ১,৫০০ হামাস জঙ্গির দেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এমনটাই দাবি ইজরায়েলের সেনার। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই হামাসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে জোরালো আক্রমণ শানিয়েছে ইজরায়েল। গাজার একাধিক এলাকা লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করা হয়। তার আগে গাজার বাসিন্দা এবং ইজরায়েলের নাগরিকদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইজরায়েলে ৯০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গাজায় মৃত্যু হয়েছে ৬৮৭ জনের।ইজরায়েলের সেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ১,৫০০ হামাস জঙ্গিদের দেহ পাওয়া গিয়েছে ইজরায়েলের ভূখণ্ড থেকে। আপাতত ইজরায়েলের সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করতে পারেনি কোনও হামাস জঙ্গি। তবে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে সেনা। এদিন তেল আভিভ থেকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'আমরা এই লড়াই শুরু করিনি। তবে শেষ আমরাই করব।

পুজোর মুখে এনবিএসটিসি-র অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনে সমস্যা

মালদা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : পুজোর আগে বড় ধাক্কা, সমস্যার মুখে পরিবহণ দফতরের অস্থায়ী কর্মীরা। পরিবহণ দফতরের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দু"হাজার টাকা কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতেই সমস্যায় পড়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা।এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ইমপ্লয়েজ ইউনিয়ন আন্দোলনে নেমেছে।

ঙ্গলবার এনবিএসটিসি-র মালদা ডিপোতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান অস্থায়ী কর্মীরা। সিটুর অভিযোগ, ইচ্ছে করেই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে সরকার। পরিকল্পনা করেই অস্থায়ী কর্মীদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অস্থায়ী কর্মীদের। আন্দোলনকারীদের পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের। মঙ্গলবার বিকেলে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন মালদা ডিপোতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন। তারপর মালদা ডিপো ইনচার্জের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা জানিয়ে ডেপুটেশন দেন অস্থায়ী পরিবহণ কর্মীরা। তাঁদের যাবতীয় অভাব -অভিযোগের কথা ডিপো ইনচার্জকে জানান অস্থায়ী কর্মীরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ওয়ার্কার ফেডারেশনের জেলা সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, ""মালদা জেলার প্রায় ২০০ অস্থায়ী পরিবহণ কর্মীর বেতন বৃদ্ধির জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছিলাম। ২০২১ সালে অস্থায়ী পরিবহন কর্মচারীদের বেতন ১৩ হাজার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়।

বর্তমান অগ্নিমূল্যের বাজারে এই বেতন অনেকটাই কম। তবু অস্থায়ী পরিবহণ কর্মীরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতর থেকে নোটিশ আসে। যে দু"হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল, হঠাৎ করেই কেটে নেওয়া হয়। সেই কারণে প্রচুর অস্থায়ী কর্মী সমস্যার মধ্যে পড়েন। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।"

চাঁদাবাজির অভিযোগে বিভিন্ন ক্লাবকে শোকজ নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ অক্টোবর।। দুর্গাপূজা নিয়ে চাঁদাবাজির জুলুম নতুন নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাবকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে। তারপরেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজার আয়োজনে বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃক চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠে আসছে। এই অভিযোগ রয়েছে বিশালগড় মহকুমা জুড়েও। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদা আদায়, তার সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীদের উপর অত্যাধিক চাঁদার চাপ। বিশালগড় থানা ইতিমধ্যেই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি ক্লাবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চড়িলামের বনকুমারী সভ্য বৃন্দ ক্লাবের পর এবার বিশালগড় করইমুরা এলাকার রতন নগর সামাজিক সংস্থা দুর্গা পূজা কমিটি, এবং লস্কর চৌমুহণী স্থিত জনপ্রিয় সংঘ দুর্গা পূজা কমিটিতে সোকজ নোটিশ দাবি করলেন বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস। চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে থানার এহেন পদক্ষেপে স্বস্তির আলো খুঁজে পাচ্ছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

ডেঙ্গি রুখতে সতর্কতা নিশ্চিত করতে চায় নবান্ন

কলকাতা, ১০ অক্টোবর, (হি.স.) : ডেঙ্গি রুখতে যথাযত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা , তা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী স্বয়ং ফিরহাদ হাকিম কলকাতায় রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। অধিকাংশ পুরকর্তাই অবশ্য অংশ নেন টেলি-আলোচনায়।

যাবতীয় নির্দেশিকার কাজ কতটা এগোল তা নিয়ে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ফের সব দফতর ও জেলা কর্তাদের সঙ্গে তার পর্যালোচনা করবেন। নবান্ন ও স্বাস্থ্যদফতর সূত্রে খবর, পুজো তো বটেই পরের কয়েক মাসে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কমাতে আরও একগুচ্ছ রূপরেখা প্রকাশ করতে পারে রাজ্য প্রশাসন।বস্তুত, প্রশাসন চাইছে বছরভর মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে অভিযান।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

বীরচন্দ্র নগর এলাকার বাসিন্দা জীবনধন শীল (৪৫) সোমবার বিকেল ৪ ঘটিকায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে শীল পাড়ায় রাবার বাগানে রাবার গাছ কাটতে গিয়ে সানীয় জনগণ বাগানের গাছের মধ্যে জীবধন শীলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন মনপাথর ফাঁড়ী থানায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জীবনধন শীলের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

প্রার্থী অসিরাম রিয়াংয়ের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশনের উচ্চ পদস্থ আধিকাবিকবা।তাবা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

আর্জি

● প্রথম পাতার পর

পায় চিকিৎসক। এরপর থেকে চলছিল চিকিৎসা। ২৯ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান গৌতম। বাড়ি ফিরে আসার পর তার কথাবার্তা ও চলাফেরায় ছিল অসংলগ্নতা। চিকিৎসক পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে ছিলেন নজরে রাখার জন্য। কিন্তু এরই মাঝে ৬ অক্টোবর কোন এক সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ব্যবসায়ী গৌতম সাহা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। নিখোঁজ ব্যক্তি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। এখন দেখার বিষয় পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় কিনা।

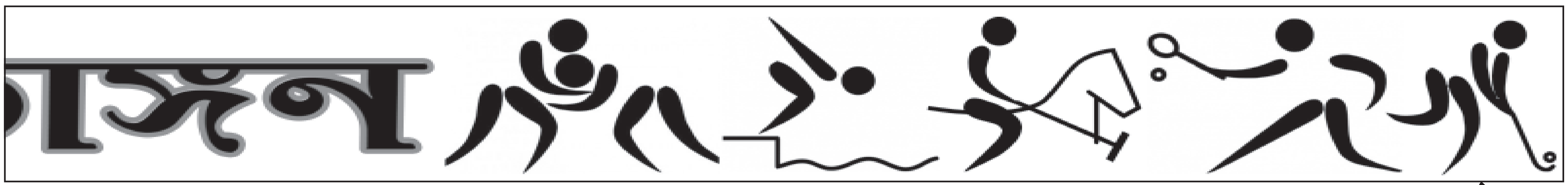

উৎসাহ উদ্দীপনায় পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার, এগিয়ে চলো সংঘের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১২০ জন যোগা খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, শম্পা সরকার সেন, ত্রিপুরার যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপক সাহা, সহ-সভাপতি সুবল কুমার সাহা, সচিব দিব্যেন্দু দত্ত, পুলিশের প্রাক্তন মহা-পরিদর্শক অরিন্দম নাথ, এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, যোগা সংস্থার অ্যাডভাইজরি কমিটির কনভেনার ড় যীশু চক্রবর্তী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ সঞ্জীব ভৌমিক, যোগাপ্রেমী তথা সমাজসেবী সুজাতা জৈন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় ৮ থেকে ১৪ বছর, সাব জুনিয়র বালিকা বিভাগে ধৃতি দেবনাথ, সৃষ্টি সরকার, পরিণীতা রায়; বালক বিভাগে তন্ময় সরকার, তীর্থঙ্কর ভৌমিক, আয়ুষ দেবনাথ; ১৪ থেকে ১৮ বছর জুনিয়র বালিকা বিভাগে প্রতিভা সিং, উস্মিতা দেবনাথ, অঙ্কিতা দেব; বালক বিভাগে দেবর্পন কুন্ডু, বিজয় পাল, আকাশ ভৌমিক; ১৮ থেকে ২৪ বছর বালিকা বিভাগে ইশা সূত্রধর, সুস্মিতা দেবনাথ; বালক বিভাগে দেবাশীষ দাস, রাহুল দেবনাথ, সৌরভ শীল; ২৪ থেকে ৩০ বছর বালিকা বিভাগে প্রিয়াঙ্কা সেন; ৩০ থেকে ৪০ বছর মহিলা বিভাগে সুস্মিতা দেবনাথ, পূরবী দাস, চয়ণিকা দেব; পুরুষ বিভাগে চয়ন দেবনাথ, বাপন দেবনাথ, অনুজিৎ দেবনাথ; ৪০ থেকে ৫০ বছর মহিলা বিভাগে শিপ্রা দত্ত চৌধুরী, সুতপা রায়, নন্দিতা সাহা; পুরুষ বিভাগে সুখময় দেবনাথ, স্বপন দেবনাথ; ৫০ থেকে ৬০ বছর মহিলা বিভাগে সুস্মিতা গোপ, দীপিকা দেবী দেবনাথ, শিখা গুপ্ত; পুরুষ বিভাগে সুবল সাহা, অমলেন্দু দে; ৬০ ও ততোর্ধ মহিলা বিভাগে প্রীতি চক্রবর্তী, গৌরী সাহা; পুরুষ বিভাগে নির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্যভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এতে পশ্চিম জেলা দল অংশগ্রহণ করবে। পশ্চিম জেলার যোগার যে দল গঠিত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে এক যোগা শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘে সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। এতে বাছাইকৃত সকলকে থাকতে এবং প্রতিযোগিতা সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পাদক অমল ভট্টাচার্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

NOTIFICATION

In continuation to the earlier Notification issued vide No.F. 14-11/TW/Coaching/JEE & NEET/2023-24/ 15702, dated, 21-09-2023 regarding inviting online application through online application portal (https://twcet.tripura.gov.in) from the interested ST students of the state of Tripura for undergoing Free classroom Coaching classes in the JEE/NEET, 2023-24. The last date for submission of Online Application for the same is hereby extended up to 15-10-2023 and Time for rectification of defective1 6-10-2023.

ICA/D-1104/23

Signed by Vanlaldika Darlong
Joint Director, TW
Govt, of Tripura

NO.F.3 (41)-SF/TLM/DEV/E-TENDER/P-2/ (LIME)2022-23/1317-22-Dated:- 06-10-2023

PRESS NOTICE INVITING RE-TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate re-tender (NITwise) in two Bid system is hereby invited from Manufacture/ Authorized suppliers & distributors for supply of Fishery inputs- Quick Lime by the undersigned for the implementation of different pisiculture schemes during 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mention through online biding on the website https://tripuratenders.goc.in having Digital signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

NIT No.	Items for which e-tender is invited	Estimated Quantity(In kG)	Tender Value (Rs. in Lakhs)	Necessary Dates & Time
No. F.3(41)-SF/TLM/DEV/E-TENDER/P-2/(LIME)2022-23	Quick Lime	17,280 (May be increased ro decreased)	Rs. 2,59,200	iBiding documents can be downloaded from 12-10-2023 from 15.00 Hours. Last date of online submission of e-Tender up to 02-11-2023 at 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.goc.in

The detailed press notice & Bid ducoments for the above can be seen on website https://tripuratenders.goc.in.
All the future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C-2659/2023-24

(BIBHAS BISWAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
TELIAMURA SUB-DIVISION.

PRESS NOTICE INVITING RE-TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate re-tender (NITwise) in two Bid system is hereby invited 'from Manufacture/ Authorized suppliers & distributors for supply of Fishery inputs- Fish Feed (Pellet Floating type) by the undersigned for the implementation of different pisiculture schemes during 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mention through online biding on the website https://tripuratenders.goc.in having Digital signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

NIT No	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity (in kg)	Estimated Tender value (in Rs.)	Necessary Date & Time
NO.F.3 (41)-SF/ TLM/ DEV/E-TENDER/P-4/ (FLOATING)2022-23/	Fish Feed (Pellet Floating type)	16,010 (May be increased or decreased)	Rs.5,31,532/-	Biding documents can be downloaded from 13-10-2023 from 15.00 Hours. Last date of online submission of e-Tender up to 03-11-2023 at 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.goc.in

The detailed press notice & Bid ducoments for the above can be seen on website https://tripuratenders.goc.in.
All the future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(BIBHAS BISWAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
TELIAMURA SUB-DIVISION.

ICA/C-2648/23

No F.7 (20)-SF(STBYTENDER/(P-1)/2023-24/2054 Dated, Santirbazar, the 3rd October, 2023

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites Sealed Quotation of rates in plain paper from interested bidders for supply of various training materials under the Establishment of Superintendent of Fisheries, Santirbazar for the financial year 2023-24 for Implementation of one day training program under Mukhya Mantri Matsya Bikash Yojana at various GP/VC of Bokafa RD Block and Santirbazar Municipal Council. For detailed terms and condition interested quotationer may contact the office of the undersigned during office hours on working days on or before 13/10/2023 upto 3 pm...

ICA/C-2653/23

Superintendent of Fisheries
Santirbazar, South Tripura

[NiT No:- e-PT- 06/W/EE/RD/MNP/2023-24, Date, 06/10/2023.
The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura invites e-tender (two bid) from eligible bidders up to 3.00 PM of 20-10-2023 for 3 (Three) Nos works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2343329. Any subsequent corrigendum will be availble in the website only.

ICA/C-2643/23

Executive Engineer
RD Mohanpur Division
Mohanpur, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-21/EE/RDUD/G/2023-24
DATED-05/10/2023

On behalf of @ie=Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 18/10/2023 for the following work-
1. Construction of Earth Retaining Wall at Northern and western part of Urban Primary Health Centre ,Rajarbag at Udaipur, Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2638/23

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ফ্লাড লাইট ঘোটালা : দ্রুত সিট গঠন তদন্তে দোষীদের প্রকাশ্যে আনার আর্জি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। প্রথমেই ধন্যবাদ জানানো হয়েছে মাননীয় উচ্চ আদালতকে। কারণ উচ্চ আদালত সম্প্রতি এক রায়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধিকৃত এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইট কেলেঙ্কারি নিয়ে 'সিট' গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন। একই সঙ্গে এই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তথা সিট অনতিবিলম্বে তদন্তকার্য শুরু করবে বলে তাঁরা প্রত্যাশী। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত ক্রিকেট ক্লাবসমূহ ও মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চ আদালতকে এ বিষয়ে অভিনন্দন জানিয়ে টিসিএ-তে ঘটে যাওয়া আরও অনেক দুর্নীতির অভিযোগ তথ্য সহযোগে তুলে ধরা হয়। আহ্বায়ক সেবক ভট্টাচার্য সঙ্গে আরও ১২ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আদালতের রায় অনুযায়ী যথোপযুক্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট সিট গঠন করে তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত করতে অনুরোধ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামল ভট্টাচার্য, উপানন্দ দেববর্মা সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তদন্তকার্য সম্পাদনে গঠিত হতে যাওয়া সিট তথা বিশেষ তদন্তকারী দল অবশ্যই যে-কোনও ধরনের প্রভাব মুক্ত থাকে সেটাও প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমী এবং ক্লাব ও মহকুমার অনুরোধ থাকবে। অনুমোদিত একটা মাত্র ক্লাব এবং একটি মাত্র সাব ডিভিশন কাগজে কলমে তাঁদের সঙ্গে নেই, তবে ওই ক্লাব ও সাব ডিভিশনের একাধিক সদস্য বিভিন্ন সময়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং বুদ্ধি পরামর্শে মতামত পোষণ করছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট কেলেঙ্কারি সম্পর্কিত তথ্যসম্ভার উপস্থাপন করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সম গুণমানের টেন্ডার উপেক্ষা করে ১৬ কোটি টাকা মূল্যের টেন্ডারকে কেন কাজের বরাত দেওয়া হয়, এটা যেমন রহস্যাবৃত। তেমনি আর্নেস্ট মানি অর্থনৈতিক হিসেব অনুযায়ী ৩২ লক্ষ টাকা হওয়ার স্থলে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা কেন ধরা হয়েছে, সেটাও প্রশ্ন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ডিপোজিট মানি তুলে নেওয়া, ফ্লাড লাইট দেখভালের জন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রতি মাসে ২ লক্ষাধিক টাকা বেতনে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা চুক্তি সাপেক্ষে খরচ দেখানো, টিসিএ-র সর্বশেষ বাজেটে ফ্লাড লাইট বিষয়ক খরচের উল্লেখ না থাকার কারণে প্রথমবারের মতো বাজেট পাশ না হওয়ার বিষয়েও তাঁরা আশ্চর্যান্বিত। বিলোনিয়া থেকে বছর পিছু ১০-১১ লক্ষ টাকার যোগান পাশাপাশি বিলোনিয়াতে ক্রিকেট আসর বাবদ ২৪ লক্ষ টাকা খরচের হিসেবে উল্লেখ, ধর্মনগরে স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে ডেকোরেশন বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা, সাউন্ড সিস্টেম বাবদ ৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, সুইটস ডিস্ট্রিবিউশন বাবদ ২২ লক্ষ (হিসাবে উল্লেখ নেই) সব মিলে ৫২ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো, সবই রহস্যাবৃত।

একটি বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক আই পি এল ধাঁচে মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন পরিপ্রেক্ষিতে ওই সংস্থা প্রদত্ত অর্থের কোন হিসেব বাজেটে উল্লেখ নেই। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে টিসিএ অফিসেও ঘুঘুর ভাষা রয়েছে বলে তাঁদের অভিমত। সিট যখন তদন্তে নামবে এই বিষয়গুলোও যেন তদন্তে উঠে আসে, তারও অনুরোধ থাকবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে, আগামী দিনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন নতুন করে এপেক্স কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে সুন্দরভাবে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানো হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের পৌঁছানোর লক্ষ্যে টিসিএ-কে মূল টার্গেট ধরে কাজ করতে হবে বলে তাঁদের অভিমত। আদালতের রায় মোতাবেক অনতিবিলম্বে টিসিএ-র প্রশাসনিক বিষয়ে তদন্তের জন্য 'সিট' গঠন করা এবং তদন্তকার্য শুরু করে প্রকৃত দোষীদের প্রকাশ্যে এনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও আর্জি রয়েছে তাঁদের।

মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট : প্রস্তুতি শিবিরে ২৪ জনকে ডাকা হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিসিসিআই সিজন ২০২৩-২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে অনূর্ধ ২৩ সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রিপারেটরি ক্যাম্প তথা প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ২৪ জনকে ডাকা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্বেষা দাস, অনামিকা দাস, মমিতা দেব, প্রিয়াঙ্কা সাহা, প্রিয়া সূত্রধর, অন্তরা দাস, মেঘা সরকার, হিরামনি গৌড়, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, শিল্পী দেবনাথ, নিবেদিতা দাস, দেবাদৃতা দেব, নিকিতা সরকার, প্রিয়া ত্রিপুরা, পূজা পাল, পূজা দাস, তনুশ্রী সাহা, দেবযানী দেব, রুমা দাস, জুয়েল ভাওয়াল, সেবিকা দাস, কৃত্তিকা কর্মকার, গঙ্গাতি ত্রিপুরা, অনন্যা দেবনাথ। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ, কোচ পল্লব দেব রায়, দেবব্রত চৌধুরী, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, ট্রেইনার অজিতাভ নাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১২ অক্টোবর দুপুর ১২ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

মহিলা অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে ২৮ জনকে নিয়ে প্রস্তুতি শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। অনূর্ধ ১৫ মহিলা বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিসিআই সিজন ২০২৩-২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে অনূর্ধ ১৫ সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রিপারেটরি ক্যাম্প তথা প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ২৮ জনকে ডাকা হয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো: সায়ন্তিকা নমঃ দাস, পূর্ণিমা দেবনাথ, স্নেহা দত্ত, মহিমা রবিদাস, সুস্মিতা বসাক, চন্দ্রা দেব, মিষ্টু মালাকার, দেবী দাস, স্নেহা সরকার, অর্পিতা সরকার, দীপা নমঃ দাস, নিবেদিতা দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, মধুমিতা সরকার, রুমা সরকার, বিজিতা দাস, নন্দিতা দাস, রিয়া সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, ইন্দ্রা বড়ুয়া, পল্লবী মাগার, পায়েল ত্রিপুরা, মাম্পি বেগম, সুস্মিতা তেলী, দিয়া দাস। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ, কোচ নারায়ণ চন্দ্র দেব, অনুপ কুমার দাস, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, ট্রেইনার অচিন্ত্য চক্রবর্তী। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১২ অক্টোবর বেলা ৩টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

২০২৮ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের দায়িত্ব পেল ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড

নিয়নে, ১০ অক্টোবর(হি.স.): উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৮ আয়োজনের দায়িত্ব পেল ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের নিয়নে অনুষ্ঠিত হওয়া নিলামে উয়েফার নির্বাহী কমিটি এই দুই দেশকে আয়োজনের দায়িত্ব দেয়।

এদিকে ২০৩২ ইউরো আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে যৌথভাবে ইতালি ও তুরস্ক। অন্যদিকে, আগামী বছরের জুনে জার্মানির মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে ইউরোর ১৭তম আসর।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শুভমন, এখনও অনিশ্চিত পাক ম্যাচে

চেন্নাই, ১০ অক্টোবর(হি.স.): আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শুভমন গিল। সোমবার তাকে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে শুভমনের প্লেটলেট কমে যাবার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল।

মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। যদিও এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাই শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তার না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। এখন এই ভারতীয় ওপেনার বোর্ডের চিকিৎসকদের

রুপালীর ব্যাটের গুনে মুখ রক্ষা ত্রিপুরার রেশ্মির ৫ উইকেটে নাগাল্যান্ড জয়

ত্রিপুরা-১৪৯ (৪৭.৪) নাগাল্যান্ড- ৮৯ (৩৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রুপালির প্রশস্ত ব্যাটে মুখ রক্ষা হলো ত্রিপুরার। সঙ্গে রেশমির দুর্দান্ত বোলিং। রুপালী, রেশমির করিশমায় মূলতঃ নাগাল্যান্ড জয় করলো ত্রিপুরা। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা জয় পেলো ৬০ রানে। দলনায়িক রূপালি দাসের দুরন্ত ব্যাটিং এবং রেশ্মি নোয়াতিয়ার বিধ্বংসী বোলিংয়ে। ইন্দোরের এস এস ক্রিকেট কমিউনিটি মাঠে মঙ্গলবার ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে জয় পায় ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া ১৪৯ রানের জবাবে নাগাল্যান্ড ৮৯ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার রূপালি দাস ৬৯ রান এবং রেশ্মি নোয়াতিয়া ৫ উইকেট পেয়েছেন। ১২ অক্টোবর ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ বাংলা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরার অধিনায়িকা রূপালি দাস টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ত্রিপুরার শুরুটা ভালো হয়। ওপেনিং জুটিতে দলনায়িকা রূপালি এবং রেশ্মি নোয়াতিয়া ওপেনিং জুটিতে ৩২ রান যোগ করেন। এরপরই ত্রিপুরার শিবিরে নামে ধ্বস। চাপের মুখে 'বুধির দুর্গে একা কুম্ভ' হয়ে লড়াই করেন ত্রিপুরার অধিনায়িকা। মিডল অর্ডারে প্রথমে পায়েল নম: এবং শেষে অলরাউন্ডার রিফু দেববর্মা সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং ত্রিপুরাকে ১৪৯ রানে পৌঁছে দেন। রূপালি ১৩৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে দুরন্ত ৬৯ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে রিফু ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং পায়েল ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। নাগাল্যান্ডের পক্ষে রোমা শুভ ২১ রান দিয়ে ৪ টি এবং ভিপেনী ২৩ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের দাপটে শুরু থেকে চাপে পড়ে যায় নবাগত নাগাল্যান্ড। হারাতে থাকে ক্রমাগত উইকেট। রেশ্মি নোয়াতিয়ার আটোসাটো বোলিংয়ে চাপে পড়ে যায় নাগাল্যান্ড। ওই চাপ থেকে আর বের হতে পারেনি দল। তবে সুংজামেনলা যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে নাগাল্যান্ডের স্কোর ৫০ রানের গন্ডি হয়তো পার করতে পারতো না। নাগাল্যান্ড অতিরিক্ত ২৯ রানের কাঁধে ভর দিয়ে ৮৯ রান করতে সক্ষম হয়। সুংজামেনলা ৮৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে রেশ্মি নোয়াতিয়া ২০ রান দিয়ে ৫ টি, বিজয়া পাল ৯ রান দিয়ে ২ টি এবং রিফু দেববর্মা ১৩ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

রামকৃষ্ণ লাল বাহাদুরের ম্যাচ ড্র দুইদলের সব আশা, স্বপ্ন চূর্ণ এবার

লাল বাহাদুর: ২ রামকৃষ্ণ ক্লাব: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। স্বপ্ন চূর্ণ দুই দলেরই। চ্যাম্পিয়ন অধরার বিষয়টা আগেই নিশ্চিত ছিল দুই দল। রানার্স আপের কিঞ্চিৎ প্রত্যাশা নিয়ে আজ মাঠে নেমেছিল। প্রতিপক্ষকে অন্ততপক্ষে বড় ব্যবধানে হারাতে পারলে রানার্স হওয়ার আশাটুকু জিইয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু আফসোস। সব আশা আজ মাটিতে মিশে গেল। এবারের মত স্বপ্নচূর্ণ দুদলের জন্যই। উমাকান্ত ময়দানে মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ বনাম লালবাহাদুরের ম্যাচের পর দুদলের কোচের মুখেই শোনা গেল আফসোস। রানার্স আপের দৌড় থেকে ছিটকে গেল দু দলই। কেননা সুপারের এটাই দুদলের শেষ ম্যাচ ছিল। যে কোনো দলই যদি জয়লাভ করতো তাহলে একটা সম্ভাবনা ছিল রানার্স আপের। উল্টো ম্যাচটা ২-২ গোলে ড্র হয়ে গেল। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ফুটবলের পঞ্চম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলাটি দুই-দুই গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন রানার্সের আশাকে দূরে সরিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে এবার মরসুম শেষ করেছে। মাঠে আজ দু দলের স্ট্রাইকাররাই ব্যাপক পরিমানে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করলো। তাই ম্যাচের হাল এমন হলো বলেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি এই আফসোস করলেন দু দলের কোচই। লালবাহাদুরের কোচ সুজিত ঘোষের অভিমত, এই ম্যাচে কম করে ও সাত গোল দিতে পারতো তার দল। কিন্তু হলো না। একই কথা বললেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায়। এবছর আর লীগে রানার্স আপের সন্মান পাওয়া সম্ভব হলো এই দুই দলের।

ট্রফি নির্ণায়ক ম্যাচে আজ অ্যাডভান্টেজ এগিয়ে চলো-র, ফরোয়ার্ডও ছাড়তে নারাজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ফাইনাল ম্যাচ, ভাইটাল ম্যাচ, ডার্বি ম্যাচ - সব কথাই প্রযোজ্য আজ, আগামীকালের ম্যাচ ঘিরে। খেতাব জয়ের লড়াইয়ে এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ফরওয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। গত মরশুমের মাঠের বাইরের কচকচানি ঠান্ডা লড়াইয়ের রেশ কিন্তু এখনও বিদ্যমান। প্রকাশ্যে বন্ধুসুলভ মনোভাবে গদগদ মনে হলেও, ফেন্সিং এর ভেতরে মেঠো লড়াইয়ে মনে হচ্ছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে উত্তেজনার পারদ টগবগ করে ফুটছে। অ্যাডভান্টেজে আছে এগিয়ে চলো। অন্ততপক্ষে ড্র হলেই টানা দুবারের জন্য দ্বিমুকুট খেতাব চলে আসবে এগিয়ে চলোর ঘরে। ন্যূনতম গোলে জয় পেলে তো কথাই নেই। পক্ষান্তরে ফরওয়ার্ড ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হাসি হাসতে হলে সরাসরি জয় ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। মাঠে ঠিক সময়ে দু দলের খেলোয়ারদের পারফরম্যান্সেই জানান দেবে কোনদল এবার চ্যাম্পিয়ন হবে, আর কোনদলকেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে রানার্স খেতাব নিয়ে। ফুটবল মহলও অপেক্ষমান আগামীকালের সেই মাহেন্দ্রক্ষনের জন্য।

গণবন্টন ব্যবস্থায় নিত্য পণ্য সামগ্রী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সরকার উন্নয়নমুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট। সরকার ভোক্তা অধিকার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিয়মিত প্রয়াস জারি রেখেছে। গনবন্টন ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রতিবদ্ধ। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে গণবন্টন ব্যবস্থায় সরিষার তেল ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ কর্মসূচির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজারে দ্রব্যমূল্য যাতে কোনভাবেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায় সেজন্য সরকার অবহিত রয়েছে। এজন্যই ই-পিডিস সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থায় সরিষার তেল বন্টন রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচির একটি অঙ্গ। নির্বাচনী প্রতিশ্রতির সংকল্পপত্রেও গণবন্টন ব্যবস্থায় সরিষার তেল বন্টনের ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার গঠন হওয়ার পর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক'ষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ক'ষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্পের বিকাশে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে বহির্রাজ্যের বিনিয়োগকারীরা ত্রিপুরাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে। রাজ্যের বাঁশবেত শিল্প আজ দেশ বিদেশে সমাদৃত। রাজ্যে তৈরী বাঁশের টাইলস ভারতের নতুন পার্লামেন্ট ভবনে ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ খুবই উন্নতশীল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে দেশ আজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামীতে রাজ্যের ভবিষ্যতও খুবই উজ্জল। অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সরকারের অন্যতম লক্ষ্য গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এই সরকার মানুষের চাহিদা অনুধাবন করতে পারে। এখন কিছু পাওয়ার জন্য মানুষকে আন্দোলন করতে হয়না। গণবন্টন ব্যবস্থায় সরিষার তেল প্রদান সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রতিরই রূপায়ণ। এবারই প্রথম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশনশপের মাধ্যমে সরিষার তেল দেওয়া হবে ভোক্তাদের মধ্যে। সারা রাজ্যের ৯ লক্ষ ৭০ হাজার রেশনকার্ড হোল্ডারদের কার্ড কিছু ১ লিটার করে সরিষার তেল দেওয়া হবে। বছরে চারবার ভুর্তকি মূল্যে এই সরিষার তেল ভোক্তাদের মধ্যে দেওয়া হবে। সরিষার তেলের দরপত্র স্থির হয়েছে প্রতি লিটার ১২৮ টাকা। তবে রাজ্য সরকার এই মূল্যের উপর আরও ১৫ টাকা একাকালীন ভুর্তকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন খাদ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ২০ জন ভোক্তার হাতে সরিষার তেল সহ বিভিন্ন রেশন সামগ্রি সমেত ক্যানভাস ব্যাগ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮ জেলার ৮ জন রেশন ডিলারের হাতে মডেল রেশনশপ গড়ে তোলার জন্য ৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শারদোৎসব উপলক্ষ্যে খাদ্য দপ্তরের অধীনে থাকা ৬৩৫ জন শ্রমিককে ২ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে ৩ জন শ্রমিকের হাতে ২ হাজার টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য দপ্তরের একটি পুস্তিকারও আবরণ উন্মোচন করেন।

শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। আসন্ন দূর্গোৎসবকে কেন্দ্রকরে রাজ্যসরকার সরকারি নায্য মূল্যে বিভিন্ন সামগ্রী লোকজনের কাছে পৌঁছেদেওয়ার ঘোষনা করেছেন। রাজ্যসরকারের এই পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করে লোকজনের কাছে পৌঁছেদিতে বিশেষ উদ্দ্যোগ গ্রহনকরেছে শান্তির বাজার মহকুমাশাসক। মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের উদ্দ্যোগে মঙ্গলবার মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে মহকুমার সমস্ত রেশন ডিলারদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠীত করাহয়। এই আলেচনাসভার মাধ্যমে রাজ্যসরকার গ্রাহকদের জন্য দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কি কি সামগ্রী দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছেন এবং কিভাবে এই সামগ্রীগুলি সঠিকভাবে লোকজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়াযাবে তানিয়ে আলোচনা করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সহ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই আলোচনাসভা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ।

গোলাঘাটিতে নবনির্মিত ৩৩ কেভি সাব স্টেশনের উদ্বোধন

প্রান্তিক জনপদে উন্নয়ন পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রান্তিক জনপদে উন্নয়ন পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রতিবদ্ধ। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজের সুফল পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এজন্য নেওয়া হচ্ছে একের পর এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। আজ বিশালগড় মহকুমার গোলাঘাটিতে নবনির্মিত ৩৩ কেভি সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ ছাড়া সব কিছুই অচল। যতদিন যাচ্ছে বিদ্যতের চাহিদা ততো বাড়ছে। বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। গত ৫ বছরে গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের চাহিদা অনুসারে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন ২৪টি সাব স্টেশন গড়ে তুলেছে। আরও ২৮টি সাব স্টেশন খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটা সময়ে মানুষের মূল চাহিদা ছিল অন্ন, ব', বাসস্থান। সময়ের তালে তা পাল্টে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবার দাবি সবার সামনে উঠে আসছে। মানুষের কাছে এই সমস্ত পরিষেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় মানুষের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানব দেববর্মা, ত্রিপুরা বিদ্যৎনিগমের এমডি দেবাশিস সরকার, জিএম র'ন দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। বিশ্বব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই সাব স্টেশন গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

আজ রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক, ত্রিপুরা রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং নেহরু যুব কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে নজরুল কলাক্ষেত্রে ১১ ও ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব ২০২৩। এবারের যুব উৎসবের থিম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত 'প'প্রাণ অব অমৃতকাল'। এই থিমের উপর ভিত্তি করে জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে বিজয়ী যুবক যুবতীদের নিয়ে ৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও দু'দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি নিয়েও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি, স্বরচিত কবিতা লেখা, তাৎক্ষণিক বক্ত'তা ও ট্রেডিশনাল সমবেত লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা।

আগামীকাল বিকাল ২টায় নজরুল কলাক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা দু'দিনব্যাপী যুব উৎসব-২০২৩-এর উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যবত নাথ, প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট অর্জন পুরস্কার প্রাপ্ত মন্টু দেবনাথ, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য।

রাজ্যে অনুষ্ঠিত চাকুরী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। রাজ্যে সরকারি চাকরির সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত। রাজ্যে বড় ধরনের কোন শিল্প কলকারখানাও এখনো পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। শিল্পনগরীতে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলিতে অবশ্য কিছু সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু তা রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। সে কারণে রাজ্য সরকার রাজ্যে চাকুরী মেলা সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প উদ্যোগী ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এ রাজ্যে নিয়ে আসছে। তাতে বেশ কিছু সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক বলা যেতেই পারে। এর অঙ্গ হিসেবেই মঙ্গলবার রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিষেবা এবং জনশক্তি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় চাকরি মেলার। ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয় এই মেলা। শ্রম ভবনে আয়োজিত এই মেলায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মোট ছটি কোম্পানি মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই মেলার মাধ্যমে ১৮৫ জন চাকরিপ্রার্থী ওই ছয়টি কোম্পানিতে চাকরি পাবেন। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারীনেত্রীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কার্যালয় ভারতের গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী শেফালী মজুমদারের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন নারী সমিতির নেত্রী রমা দাস, প্রাক্তন সংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন উপস্থিত সদস্যরা প্রয়াত নেত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পরবর্তী সময় প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য এবং নারী নেত্রী রমা দাস, শেফালী মজুমদারের সাংগঠনিক কাজকর্ম বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। আগামী দিনে সেই দিশায় সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বকে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

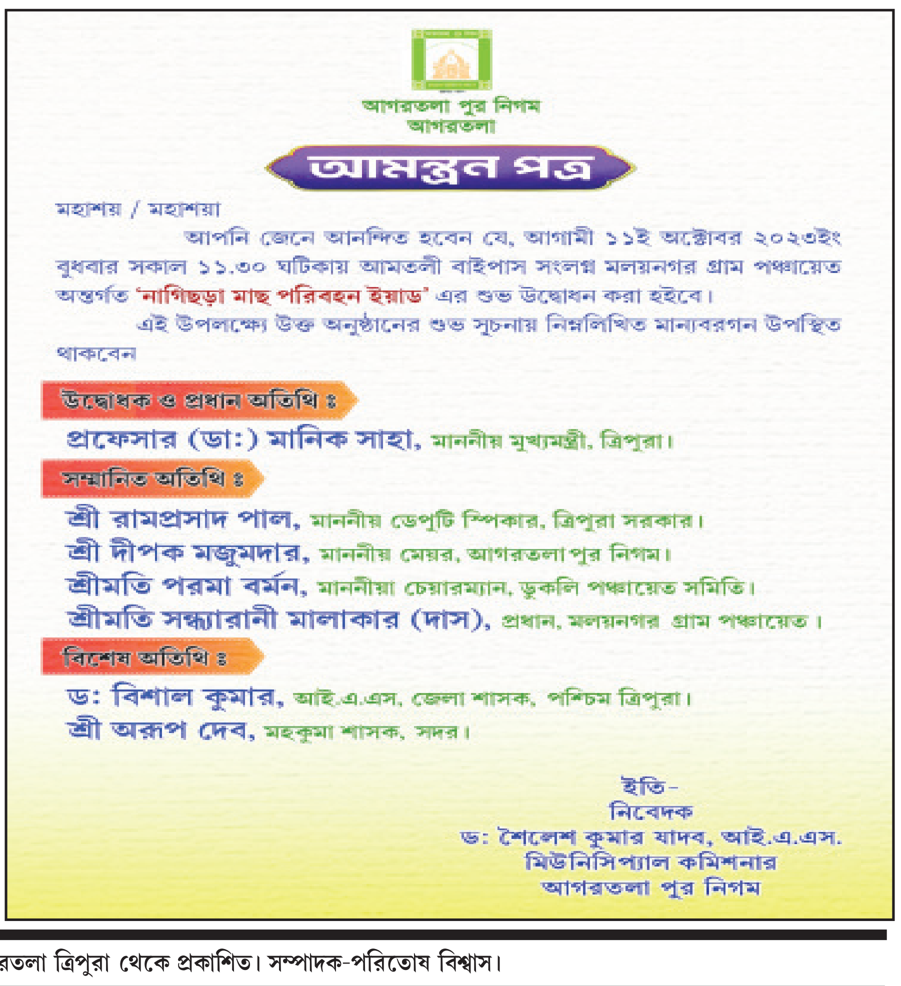

চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ অক্টোবর।। বিলোনিয়া শহর ও বনকর বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে চুরি বন্ধ করতে পুলিশের কঠোর নজরদারি ব্যাবস্থা গ্রহন করার দাবিতে বিলোনিয়া ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বিলোনিয়া থানাতে এক ডেপুটেশন প্রদান করে ,আজ বনকর বাজারের ব্যাবসায়ীরা প্রথমেই হাজির হয় বিলোনিয়া থানার সামনে, সেখান থেকে চার জনের এক প্রতিনিধি দল বিলোনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সুকান্ত ত্রিপুরার হাতে দাবির স্মারক লিপি তুলে দেন, পরবর্তী সময় ব্যবসায়ীরা সম্মিলিতভাবে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক রতন ভৌমিকের হাতেও স্মারকলিপি তুলে দেন এবং এই সমস্যা নিরসনে যেন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দাবি রাখেন ব্যবসায়ীগন, ডেপুটেশন প্রদানের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাজার ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি দিলীপ নন্দী জানান বনকর বাজার এলাকায় এক মাসের মধ্যে পাঁচবার চুরি হয়েছে,এরমধ্যে কয়েকজন ব্যাবসায়ী একেবারে সর্বশান্ত হয়ে গেছেন,পূজোর মরশুমে সকলে যাতে ভালো ভাবে থাকতে পারে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারে তার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন ,বাজার এলাকায় চুরি বন্দ করা এটাই ছিল তাদের মূখ্য দাবি, পাশাপাশি দাবি ছিল বনকর বাজারে পুলিশ পাহারার ব্যাবসা করা, ব্যবসায়ীরা জানান বহুবার পুলিশকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি তাই বাধ্য হয়ে আজ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়, আজকের ব্যাবসায়ী সমিতির ডেপুটেশন কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক পাল,সভাপতি দীলিপ নন্দী সহ সমিতির অন্যান্য নেতৃত্ব এবং বিলোনীয়া শহর ও বনকর বাজারের ব্যাবসায়ীবৃন্দ।

নেশাকারবারীকে উত্তম মধ্যম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ অক্টোবর।। ধর্মনগর বাজার কলকাতার সামনে থেকে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় জনতা উওম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলও পার পেয়ে যায় ড্রাগস কারবারি। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ধর্মগরে। ধর্মনগর বাজার কলকাতা এলাকা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক ড্রাগস কারবারি কে হাতেনাতে ধরিয়ে দেয় স্থানীয় জনতা। এদিন উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েও শেষ পর্যন্ত কোন লাভ হয়নি। বাজার কলকাতা থেকে ধর্মনগর পুলিশ স্টেশনের রাস্তার দূরত্ব মাত্র ৬০০ মিটার। ধর্মনগর থানার এসআই বিশ্বাস সাহার নেতৃত্বে পুলিশের গাড়ি করে মাত্র ৬০০ মিটার পথ আনার সময় মাঝপথে ড্রাগস কারবার পালিয়ে যায় বলে পুলিশের অভিমত। এস আই বিশ্বাস সাহা''র এই অভিমতে নানা প্রশ্নের পাশাপাশি তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ধর্মনগরে।

শ্বশুর বাড়িতে আক্রান্ত জামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ অক্টোবর।। শ্বশুর বাড়ির লোকের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন এক অসহায় ব্যক্তি। এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার কৈলাশহরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ব্যক্তি।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে বিগত চার বছর পূর্বে কিনাইচর এলাকার বাসিন্দা সুরুজ আলীর ছেলে শেখ ফরিদ আলমকে কুবঝার এলাকার বাসিন্দা রুজিনা বেগমকে সামাজিক রীতি মেনে বিবাহ করে। ওদের সংসারের বর্তমানে একটি সন্তান রয়েছে। বিয়ের আগ থেকেই রুজিনা বেগম তার মামা সমসের আলীর বাড়ি অর্থাৎ টিকরবাড়ি এলাকায় থাকত। অভিযোগ বিগত এক বছর পূর্বে রুজিনা বেগম তার স্বামীর বাড়ি থেকে মামার বাড়ি অর্থাৎ টিকরবাড়ি এলাকায় চলে আসে তার সন্তানকে নিয়ে। এরপর স্বামী শেখ ফরিদ আলম তার স্ত্রীকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে যায়। অভিযোগ সেখানে যাওয়ার পর এক ঠিকেদারের সাথে রোজিনা বেগমের প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন হয়। এখানেই শেষ নয়। তারপর সেখানকার বসবাসকারী লোকেরা রোজিনা বেগম এবং তার স্বামীকে বিতাড়িত করে বেঙ্গালুরু থেকে। এরপরেই আবার রোজিনা বেগম তার মামার বাড়িতে থাকতে শুরু করে তার সন্তানকে নিয়ে এবং তার স্বামী পুনরায় চলে যায় বেঙ্গালুরুতে। অভিযোগ গতকাল স্বামী শেখ ফরিদ আলম বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে তার মামা শ্বশুর বাড়িতে যায় তার স্ত্রী সন্তানকে দেখতে। তখনই নাকি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার মামা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। রাত্রিবেলা তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে শুয়ে পড়লে আজ ভোররাতে তার ঘুম ভাঙলে দেখতে পায় যে তার স্ত্রী খাটের মধ্যে নেই। তার স্ত্রী ও তার মামা শ্বশুরকে সে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখতে পায় বলে অভিযোগ। তা দেখে তার চক্ষু কপালে উঠে যায়। এরপর সে প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে বেধড়ক মারপিট চালায় বলে অভিযোগ। তার মামা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আজ সকালবেলা তার ছেলেকে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে তখনই নাকি মামাশ্বশুর শমসের আলী, শাশুড়ি, মাসি শাশুড়ি এবং তার স্ত্রী মিলে তাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ অক্টোবর।। দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত কংগ্রেস দলের এক সক্রিয় কর্মী। অভিযোগ ১৫-২০ জন যুবকের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন তিনি। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে কৈলাশহর পুরপরিষদের অধীনে দুর্গাপুর ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা তপন দাস, তিনি একজন কংগ্রেস দলের সক্রিয় কর্মী। উনি বিগত কয়েক মাস পূর্বে কৈলাসহর ডিডাব্লিউএস দপ্তর থেকে একটি কাজের বরাত পান। তখনই নাকি কয়েকজন যুবক মিলে উনার বাড়িতে যায় এবং উনাকে হুমকি প্রদর্শন করে যে উনি যেন সেই কাজটি উইথড্র করে নেন। কিন্তু উনি এমন কিছুই করেননি। এর পরিপ্রেক্ষিতে উনার বাড়িতে ইটপাটকেলও ছুড়েছিল বিগত কয়েকদিন পূর্বে, চার পাঁচজন যুবক। এমনই অভিযোগ রয়েছে। উনি এই বিষয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ সন্ধ্যাবেলা তিনি উনার স্কুটি নিয়ে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিদ্যানগর এলাকায় ১৫-২০ জন যুবক মিলে উনার স্কুটিটিকে দাঁড় করায় এবং মাটিতে ফেলে উনাকে লাথি মারতে থাকে।

লাঠি দিয়ে সারা শরীরের মধ্যে বেধড়ক মারপিট চালায়। এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে উনার হাতের মধ্যে, যার ফলে উনি গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে উনাকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি কৈলাশহর আরজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি উনার হাতের মধ্যে সেলাই লাগে। কৈলাসহর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসার বাহিনী। এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরবর্তীকালে রাত নয়টা নাগাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা কৈলাশহরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আইতরমা পরিদর্শনে গেলেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আইতরমা পরিদর্শনে গেছেন মঙ্গলবার। এইদিন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সাথে ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজ্যুমার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান টুটন দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এইদিন আইতরমার বর্তমান অবস্থা সরজমিনে ঘুরে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইতরমার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আইতরমার মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার ঘটানোর বিষয়ের উপর আগামিদিনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এইদিন ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজ্যুমার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান টুটন দাসের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।